DIGITAL BANGLADESH
Skilled. Equipped. DigitalReady.

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

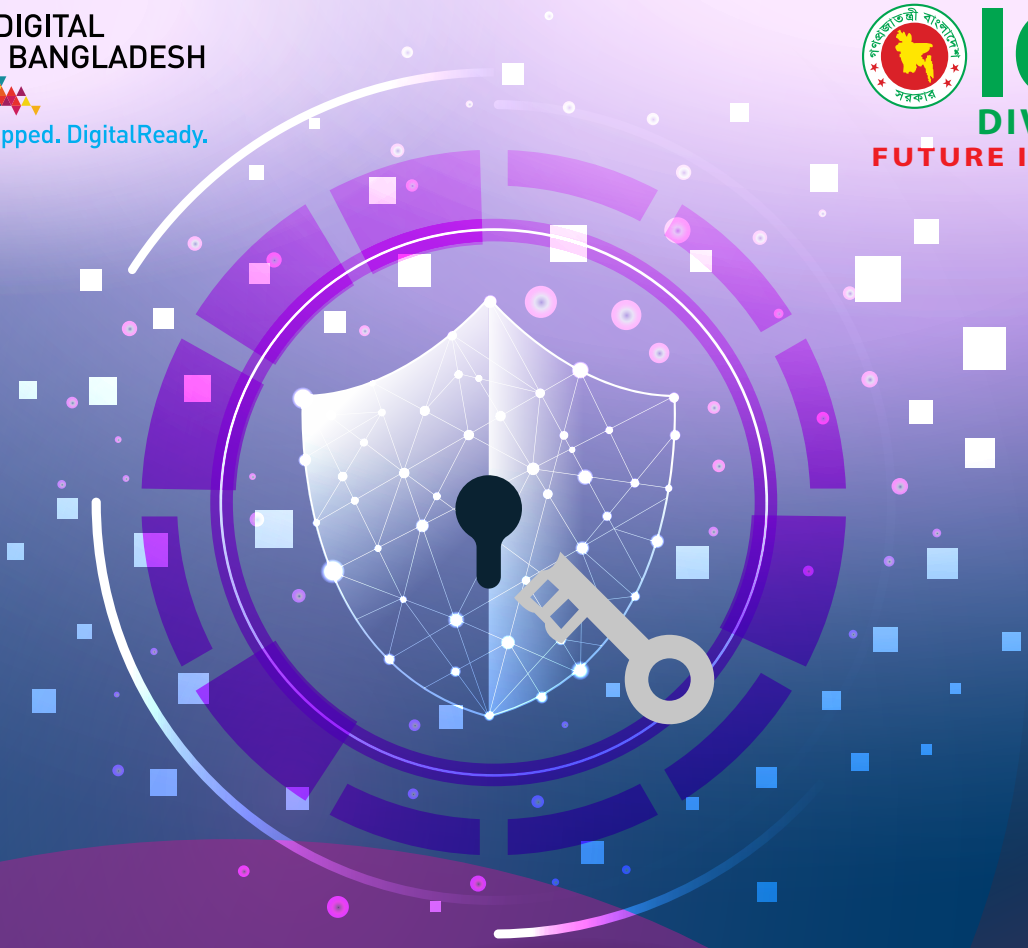

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

CCA
ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

CCA

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.cca.gov.bd

CCA

পৃষ্ঠপোষকতায়

জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

প্রধান উপদেষ্টা

জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সার্বিক নির্দেশনায়

জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী
নিয়ন্ত্রক, সিসিএ কার্যালয়

প্রকাশনা কমিটি

জনাব হাসিনা বেগম, উপ-নিয়ন্ত্রক (সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা)
জনাব তানজিলা মেহেনাজ, সহকারী নিয়ন্ত্রক (ইমার্জেন্সি রেসপন্স)
জনাব মোঃ খালেদ হোসেন চৌধুরী, আইন কর্মকর্তা
জনাব শামীম আহমেদ ভূঁইয়া, তদন্ত কর্মকর্তা (আইন)
জনাব মোঃ হাসান মুনছুর, সহকারী প্রোগ্রামার (ওয়েব প্রযুক্তি)

সম্পাদনা

জনাব শামীম আহমেদ ভূঁইয়া, তদন্ত কর্মকর্তা (আইন)

প্রকাশনা কমিটিকে যারা সহায়তা করেছেন

ড. নাজমা আক্তার, সহকারী নিয়ন্ত্রক (ডাটাবেজ ও ওয়েব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন)
জনাব শাহিনা পারভীন, সহকারী নিয়ন্ত্রক (আইন)
জনাব আইরিন আক্তার, সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)
জনাব নাজনীন আক্তার, সহকারী প্রকৌশলী (আইটি সিকিউরিটি)
জনাব মনিরা খাতুন, তদন্ত কর্মকর্তা (ইমার্জেন্সি রেসপন্স)
জনাব মোঃ বনি আমিন, তদন্ত কর্মকর্তা (ইমার্জেন্সি রেসপন্স)
কাজী শোয়েব মোহাম্মদ, সহকারী প্রোগ্রামার (ডাটাবেজ ও ওয়েব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন)
জনাব ফাতেমা খাতুন, সহকারী নিয়ন্ত্রক (নিরাপত্তা ও সমন্বয়)

কম্পিউটার কম্পোজে সহায়তা করেছেন

জনাব মোঃ মাসুম মিয়া, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর

প্রকাশকাল

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রি.

শেখ হাসিনা এমপি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

CCA

সজীব আহমেদ ওয়াজেদ

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

CCA

জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এন এম জিয়াউল আলম পিএএ
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এখন দৃশ্যমান বাস্তবতা। "রূপকল্প-২০৪১: স্মার্ট বাংলাদেশ" অর্জনের লক্ষ্যে সারাদেশে সর্বস্তরে নিরাপদ আইসিটি সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের জনগোষ্ঠিকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বদ্ধপরিকর। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজিব আহমেদ ওয়াজেদ -এর সময়োপযোগী দিক-নির্দেশনায় এক সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে প্রেক্ষিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে সারাবিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি এখন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নিরাপত্তা থেকে শুরু করে বিনোদনসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমশ: বেড়েই চলেছে। কোভিড-১৯ অতিমারীকালে তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের সামনে এক অসাধারণ বিকল্প হিসেবে কাজ করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ফলে এখন ঘরে বসে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে; একই সঙ্গে ঘরে বসেই দাপ্তরিক সব কাজ সম্পাদন করা যাচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ফলে দেশে অনলাইন কার্যক্রমের ব্যাপ্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর অনলাইন কার্যক্রমকে নিরাপদ করার পাশাপাশি আইনগত স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার অনস্বীকার্য। আর্থিক-খাতে ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনলাইন আর্থিক লেনদেনের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশের আর্থিক-খাতের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংককে সার্টিফাইং অথরিটির লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে দেশের অনলাইন আর্থিক লেনদেনের নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি এর আইনগত স্বীকৃতি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এছাড়াও ই-নথি, IBAS++, e-GP, অনলাইন ট্যাক্স রিটার্নসহ বিভিন্ন অনলাইন কার্যক্রমে ডিজিটাল স্বাক্ষর সংযুক্ত করার লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এম্পায়ার টু ইনোভেট (এটুআই), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সিপিটিইউ, প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের কার্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সঙ্গে সিসিএ কার্যালয় যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক সারাদেশের কিশোরী শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে সরাসরি এবং অনলাইন প্লাটফর্মের ব্যবহার করে 'ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে, যা সাইবার জগতে নারীদের নিরাপদ রাখতে এবং নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও সিসিএ কার্যালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ সারাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ডিজিটাল বাংলাদেশের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সিসিএ কার্যালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি এ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

(**এন এম জিয়াউল আলম** পিএএ)

আবু সাঈদ চৌধুরী
নিয়ন্ত্রক
ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক -এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

মুখবন্ধ

বর্তমান বিশ্বে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দর্শন হলো নিরাপদ তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ। সবার জন্য ন্যায়ভিত্তিক, সম-সুযোগ, সাইবার অপরাধ প্রতিরোধী ব্যবস্থাসম্পন্ন গুনগত শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ নিশ্চিতকরনসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এর পরামর্শে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি এর সুযোগ্য নেতৃত্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সামগ্রিক কার্যক্রম দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সকল শ্রেণির জনসাধারণের মাঝে তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার ও আইনগত বৈধতা নির্ধারণ, সাইবার অপরাধ ও অপরাধী শনাক্তকরণে সিসিএ কার্যালয় আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সকল সরকারি কার্যক্রমে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সাথে সিসিএ কার্যালয়ের যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে সিসিএ কার্যালয় ২০২১-২২ অর্থবছরের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ৮২৪ জন কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করতে এই অর্থবছরে সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৬,২৯৮ জন কিশোরী শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও সময়ের চাহিদা বিবেচনায় ডিজিটাল স্বাক্ষরকে আরো যুগোপযোগী এবং ব্যবহার বান্ধব করার লক্ষ্যে e-Sign API গাইডলাইন, ২০২২ এবং e-KYC গাইডলাইন, ২০২১ প্রণয়ণ করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের বিদ্যমান নিয়োগবিধি সংশোধনের মাধ্যমে "ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১" প্রণয়নের প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সিএ মনিটারিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান প্রকল্পের আওতায় যশোরের শেখ হাসিনা সফটওয়ার টেকনোলজি পার্কে সিসিএ কার্যালয়ের রুট সিএ'র ডিজাস্টার রিকভারি সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও সিসিএ কার্যালয়ের অধীনস্ত সকল সিএ প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটি মনিটারিং এর নিমিত্ত বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড-এ সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার স্থাপন এবং ই-সাইন ডাটাবেস উন্নয়নসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে।

আমি আশা করি, আমাদের এই প্রকাশনা সিসিএ কার্যালয় এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবগত হতে সহায়তা করবে এবং ডিজিটাল/ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সিসিএ কার্যালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বিভিন্ন উদ্যোগ, কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ তুলে ধরার জন্য এই প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

(আবু সাঈদ চৌধুরী)

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	সিসিএ কার্যালয়ের পটভূমি, ভিশন ও মিশন	২
০২	সিসিএ কার্যালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	৩
০৩	"ভিশন: ২১" বাস্তবায়নে সিসিএ কার্যালয়	৩
০৪	সিসিএ কার্যালয়ের কর্মপরিধি	৪
০৫	সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর দায়িত্বাবলী	৪
০৬	সিসিএ কার্যালয়ের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো	৫
০৭	বাংলাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর ও ডিজিটাল সনদ	৭
০৮	বাংলাদেশের লাইসেন্স প্রাপ্ত সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) সম্পর্কিত তথ্য	১০
০৯	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ	১০
১০	ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন	১১
১১	সিসিএ কার্যালয় কার্যালয় সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/প্রবিধানমালা/নীতিমালা/গাইডলাইনস	১১
১২	সিসিএ কার্যালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম	১২
১৩	সিসিএ কার্যালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের উন্নয়ন কার্যক্রম	১৭
১৪	সিসিএ কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন	১৮
১৫	ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর বাস্তবায়নে সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ	২০
১৬	বিভিন্ন সার্ভিসে ডিজিটাল স্বাক্ষর ইন্টিগ্রেশন বিষয়ক তথ্য	২১
১৭	২০২১-২২ অর্থবছরের ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণের তথ্য	২২
১৮	সিসিএ কার্যালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম	২৩
১৯	সিসিএ কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য	২৫
২০	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২১-২২ সালের কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন	২৬
২১	সিসিএ কার্যালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের উদ্ভাবনী কার্যক্রম	২৭
২২	২০২১-২২ অর্থবছরের আইন/বিধি/পলিসি প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্য	২৮
২৩	২০২১-২২ অর্থবছরের পুরস্কার/সনদ/সম্মাননা সংক্রান্ত তথ্য	২৮
২৪	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)	২৯
২৫	প্রকল্প/কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য	২৯
২৬	'সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান' শীর্ষক প্রকল্প	৩০
২৭	১৫তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব-২০২২	৩২
২৮	সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত রোডম্যাপ	৩৬
২৯	ব্যবহারবান্ধব ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর (ই-সাইন) সম্পর্কিত তথ্য	৩৯
৩০	ওয়েবট্রাস্ট সীল, সিএ ব্রাউজার ফোরাম এবং সিসিএ কার্যালয়ের প্রাসঙ্গিকতা	৪০
৩১	সিসিএ কার্যালয়ের ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব	৪০
৩২	'কন্যাকথা' ওয়েবসাইট	৪৩
৩৩	সিসিএ কার্যালয়ের উত্তম চর্চা	৪৪
৩৪	সিটিজেন চার্টার	৪৫

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়

www.cca.gov.bd

সিসিএ কার্যালয়ের পটভূমি, ভিশন ও মিশন

পটভূমি

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একটি সংযুক্ত দপ্তর। দেশে নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ, ই-কর্মাস, ই-লেনদেন, ই-প্রকিউরমেন্ট, ই-গভর্ন্যান্স চালুকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৮ মোতাবেক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে এই সংস্থা গঠিত হয়। এ সংস্থার প্রধান হলেন একজন নিয়ন্ত্রক যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। সংস্থার প্রধান হিসেবে নিয়ন্ত্রক ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ)-এর কার্যাবলী তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইনগত বৈধতা ও নিরাপত্তা প্রদানের নিমিত্ত ২০০৬ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ পাস করে। এই আইনের মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮ এ ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ ধারা ৮ অনুযায়ী সকল সরকারি অফিসে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড ব্যবহারের আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক সিসিএ কার্যালয় সমগ্র বাংলাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তন এবং সরকারি দপ্তরসমূহে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন সিসিএ কার্যালয় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অন্যতম অংশীদার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগসমূহ এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে লক্ষ্যমাত্রার উল্লেখযোগ্য বিষয় যেমন-তারুণ্যের শক্তি, সাইবার জগতে নিরাপদ বিচরণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ ও অন্যান্য বিষয়ে সিসিএ কার্যালয় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮, নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এবং 'ভিশন ২০৪১' এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন উদ্যোগ/পরিকল্পনা/ প্রকল্প গ্রহণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

ভিশন

নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ

মিশন

ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রবর্তনের মাধ্যমে নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং সাইবার অপরাধ দূরীকরণে জাতীয় ও আঞ্চলিক যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা

সিসিএ কার্যালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দেশে নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে সহায়তা করা;
- Public Key Infrastructure (PKI) কার্যক্রম পরিচালনা;
- ইলেক্ট্রনিক/ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তন করে অনলাইন জালিয়াতি প্রতিরোধের মাধ্যমে নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ;
- ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের পরিচিতি সংরক্ষণ, যাচাই ও সনদ প্রদান;
- জনসাধারণকে নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদানে সচেতন করা।

'ভিশন: ২১' বাস্তবায়নে সিসিএ কার্যালয়

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং দেশে নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তন ও পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচারের (পিকেআই) উন্নয়ন সাধন এসব কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম। ২০১১ সালে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় হতে ৭টি প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফাইং অথরিটির (সিএ) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

১৮ এপ্রিল, ২০১২ সালে রুট কী জেনারেশন সিরিমনির মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয় দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুকরণের যাত্রা শুরু করে। এরই প্রেক্ষিতে সরকার নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালু করেছে:

- পেপারলেস গভর্নমেন্ট;
- ই- গভর্নমেন্ট;
- ই- কমার্স;
- ই- প্রকিউরমেন্ট;
- ইলেক্ট্রনিক ডকুমেন্ট সাইনিং;
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাংকিং;
- ডিভাইস ও সার্ভার সাইনিং;
- সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ;

অনলাইন কার্যক্রমে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহারের ফলে নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি এর আইনগত বৈধতা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর বিধান অনুসারে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যক্রমের আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক অগ্রগতির ফলে সবকিছুর মধ্যে আরো বেশি আন্ত: সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে এবং কঠিন কাজ দ্রুত সমাধান করতে পারছে। কিন্তু এর পাশাপাশি সাইবার সন্ত্রাস বা কম্পিউটার ও অনলাইনভিত্তিক নানা অপরাধের প্রবণতাও বেড়ে গেছে। এ সকল হুমকির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশ সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন করেছে।

সিসিএ কার্যালয়ের কর্মপরিধি

১. সিসিএ কার্যালয়ের অধীনে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে লাইসেন্স প্রদান এবং তাদের নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব পালন;
২. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষসমূহের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ ও তদারকি;
৩. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষসমূহের বিভিন্ন তথ্য, যেমন: প্রদত্ত পাবলিক ও প্রাইভেট কী সমূহের তথ্য, গ্রাহকদের তথ্য ইত্যাদিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সংরক্ষণাধার ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদন;
৪. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট-এর সংরক্ষণাধার (repository) উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
৫. দেশে নিরাপদ ই-কমার্স, ই-পেমেন্ট, ই-লেনদেন ই-প্রকিউরমেন্ট তথা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা প্রদান;
৬. সরকারি তথ্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের নিরাপদ আদান-প্রদান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সম্পাদন;
৭. গ্রাহক ও সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষসমূহের মধ্যকার বিভিন্ন স্বার্থের বিরোধ নিষ্পত্তি করা;
৮. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষসমূহের ভৌত ও কারিগরি অবকাঠামো নিরীক্ষার জন্য আইটি অডিটর প্যানেলভুক্ত করা;
৯. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট ডাটাবেসে নাগরিক তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
১০. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন প্রবিধি/ গাইডলাইন/ নির্দেশিকা প্রণয়ন;
১১. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট ডাটাবেস-এর ব্যবহারকারীদের জন্য কারিগরি মানদণ্ড নির্ধারণ;
১২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর অধীন সংঘটিত সাইবার অপরাধের মামলার তদন্ত;
১৩. সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনালে কোনো আপীল দায়ের হলে উক্ত আপীলের রায়ের কপি ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণ কক্ষে সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর দায়িত্বাবলী

১. নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা;
২. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান;
৩. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় মানদন্ড নির্ধারণ;
৪. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ;
৫. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কার্য পরিচালনার শর্তাবলী নির্ধারণ;
৬. ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর প্রত্যয়নের বিষয়ে ব্যবহৃত হতে পারে এরুপ লিখিত, ছাপানো অথবা দৃশ্যমান কোনো বিষয়বস্তু বা বিজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি নির্ধারণ;
৭. ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ফরম ও এতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি নির্ধারণ;
৮. বিদেশী সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে স্বীকৃতি প্রদান;
৯. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর বিষয়ে প্রবিধি প্রণয়ন;
১০. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের হিসাব সংরক্ষণের ছক ও পদ্ধতি নির্ধারণ;
১১. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিরীক্ষক নিয়োগের শর্তাবলী এবং তাহাদের সম্মানী নির্ধারণ;
১২. কোনো সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এককভাবে বা অন্য কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সহিত যৌথভাবে ইলেকট্রনিক সিস্টেম স্থাপনের সুবিধা প্রদান এবং উক্ত সিস্টেম পরিচালনার নীতি নির্ধারণ;
১৩. কার্য পরিচালনা বিষয়ে গ্রাহক ও সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের আচরণ বিধি নির্ধারণ;
১৪. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও গ্রাহকের মধ্যকার স্বার্থের বিরোধ নিষ্পত্তি;
১৫. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারণ;
১৬. কম্পিউটারজাত উপাত্ত-ভান্ডার সংরক্ষণ;
১৭. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা সার্টিফিকেট প্রাপ্তির কোনো শর্ত লঙ্ঘিত হলে সার্টিফিকেট বাতিলের আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ;
১৮. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট-এর সংরক্ষণাধার (repository) উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

১৯. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
২০. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য আবেদনকারীদের লাইসেন্স প্রদান;
২১. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষসমূহকে প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিতকরণ;
২২. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের লাইসেন্সের আবেদন, লাইসেন্স প্রদান, মানদন্ড নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন;
২৩. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট ডাটাবেস-এ নাগরিক তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
২৪. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন প্রবিধি/ গাইডলাইন/ নির্দেশিকা প্রণয়ন;
২৫. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট ডাটাবেস-এর ব্যবহারকারীদের জন্য কারিগরি মানদণ্ড নির্ধারণ;
২৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর কোন আইন বা প্রণীত বিধিবিধান লঙ্ঘিত হলে তদন্ত কার্যপরিচালনা এবং দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ;
২৭. তদন্তের স্বার্থে কম্পিউটার এবং এতে ধারণকৃত উপাত্তে প্রবেশ;
২৮. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ কোন আইন বা প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের বিধান প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য আদেশ দ্বারা সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা এর কোন কর্মচারীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান;
২৯. কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে সংরক্ষিত সিস্টেম হিসেবে ঘোষণা;
৩০. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর বিধি-বিধান অনুসারে জরিমানা আরোপ এবং আদায়;
৩১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হলে বা হচ্ছে মর্মে বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকলে তল্লাশি করা, সংশ্লিষ্ট বস্তু আটক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা অপরাধীকে গ্রেফতার;
৩২. সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনালে কোন আপীল দায়ের হইলে উক্ত আপীলের রায়ের কপি ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণ কক্ষে সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর বা এর অধীন প্রণীত বিধির অধীন অন্য কোনো কার্য-সম্পাদন;
৩৪. সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন।

সিসিএ কার্যালয়ের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

জনবল (অনুমোদিত ও কর্মরত)

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক -এর কার্যালয়ে ৯ম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের ৩৫টি, দশম গ্রেডের ০২ টি, ১১-১৬তম গ্রেডের ৩০ টি এবং ১৭-২০তম গ্রেডের ১৬ টিসহ মোট ৮৩ টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। বর্তমানে কর্মরত জনবল ৩২টি এবং শূন্য পদের সংখ্যা ৫১ টি।

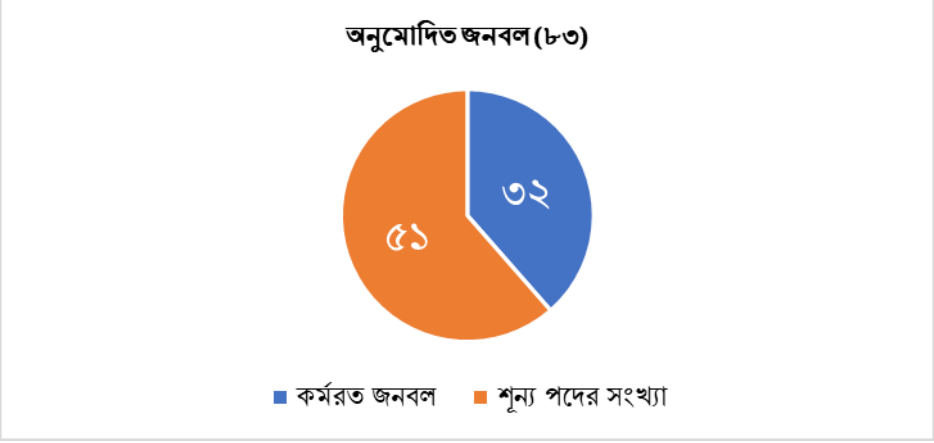

* শূন্য পদসমূহে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামো (প্রস্তাবিত)

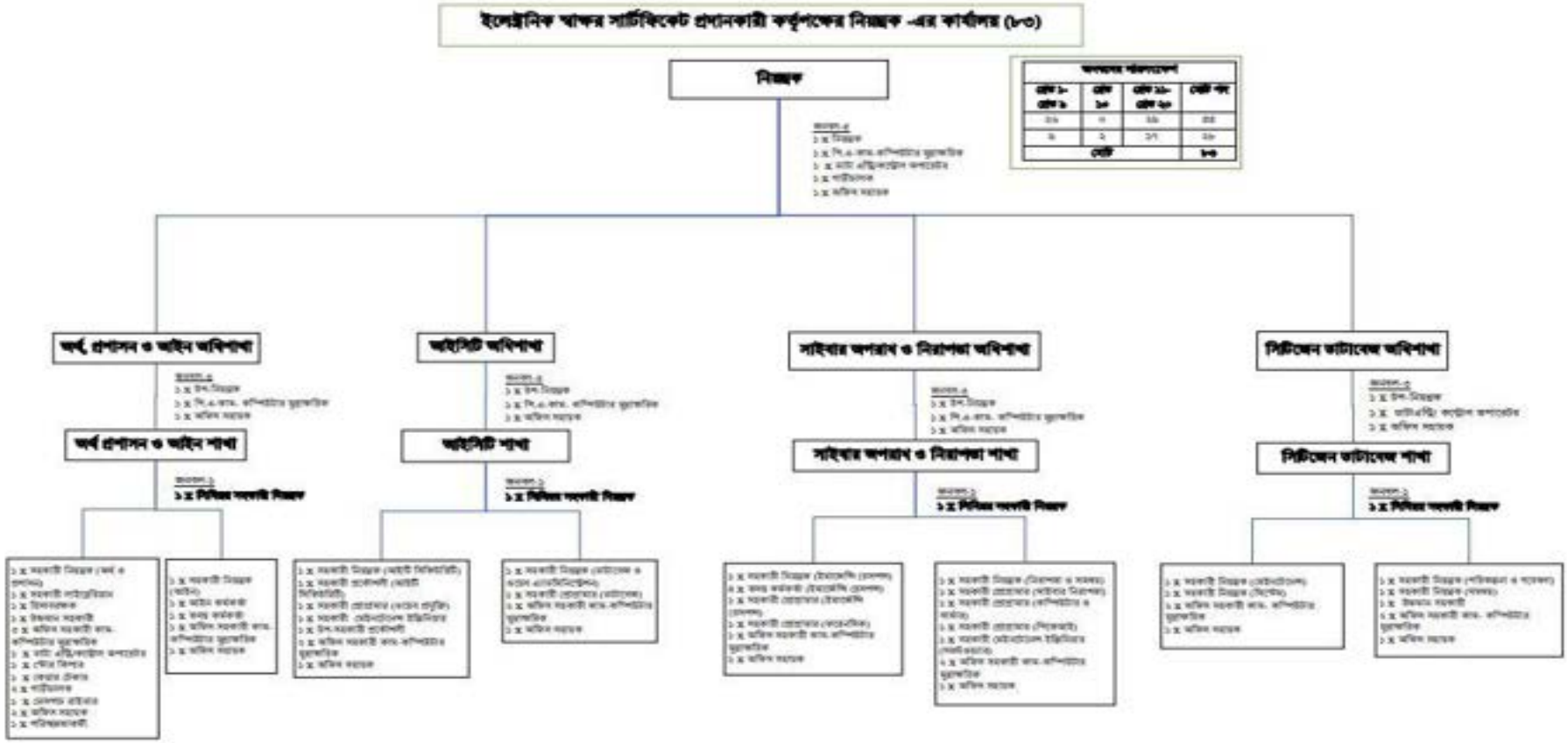

বাংলাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর ও ডিজিটাল সনদ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকার আইসিটি সেক্টরে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার মধ্যে দেশে পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার (PKI) স্থাপন ও ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তন অন্যতম। এরই ধারাবাহিকতায় দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইনগত বৈধতা ও নিরাপত্তা প্রদান করা সমীচীন ও প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকার ২০১১ সালের মে মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর আওতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক -এর কার্যালয় গঠন করে। এ সংস্থার প্রধান হলেন একজন নিয়ন্ত্রক যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। সংস্থার প্রধান হিসাবে নিয়ন্ত্রক ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) এর কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৮ অনুযায়ী সকল সরকারি অফিসে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড ব্যবহারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাল স্বাক্ষর

ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে ব্যক্তির পরিচিতি ও তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারায় সাইবার আক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস ও জালিয়াতি প্রতিরোধ করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এর ফলে তথ্য বিকৃতিসহ বড় ধরনের সাইবার অপরাধের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে অপূরণীয় ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে। ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে লেনদেন তথা তথ্য আদান-প্রদানে সফট্ওয়্যার বা অন্যান্য ক্ষেত্রে জালিয়াতি রোধ করতে তথ্য প্রদানকারী/আবেদনকারী সবার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি নিশ্চিত হওয়া, একজনের সনাক্তকরণ চিহ্ন যাতে অন্যজন ব্যবহার করতে না পারে এবং তথ্য/পরিচিতি যাতে হাত ছাড়া না হয় তার নিশ্চয়তা বিধানের সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য সমাধান হলো ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর। ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের বিশ্বব্যপী পরীক্ষিত ও স্বীকৃত প্রযুক্তি হল ডিজিটাল স্বাক্ষর। ইহা ডিজিটাল বার্তা বা দলিলের সত্যতা যাচাই এর একটি পদ্ধতি। একটি বৈধ ডিজিটাল স্বাক্ষর সম্বলিত বার্তা বা দলিল দেখে প্রাপক বুঝতে পারবেন যে, বার্তাটি যিনি পাঠিয়েছেন সেটি পাঠানোর তার একক কর্তৃত্ব রয়েছে (Authentication), বার্তাটি পাঠানোর পর প্রেরক অস্বীকার করতে পারবে না (Non-rapudation), বার্তাটি পথিমধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন হয়নি (Integrity) এবং বার্তাটির গোপনীয়তা নিশ্চিত হয়েছে (Confidentiatity)। অর্থাৎ ইলেক্ট্রনিক/ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে তথ্যের অবিকৃত আদান-প্রদান, তথ্য প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর পরিচিতি প্রতিপাদন এর পাশাপাশি তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

ডিজিটাল স্বাক্ষরের সংজ্ঞা ও এর আইনগত ভিত্তি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ অনুযায়ী "ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর" অর্থ ইলেক্ট্রনিক আকারে কোন উপাত্ত, যাহা-

ক) অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক উপাত্তের সঙ্গে সরাসরি বা যৌক্তিকভাবে সংযুক্ত; এবং

খ) কোন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের প্রমাণীকরণ নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পূরণক্রমে সম্পন্ন হয়-

(অ) যাহা স্বাক্ষরদাতার সহিত অনন্যরুপে সংযুক্ত হয়;

(আ) যাহা স্বাক্ষরদাতাকে সনাক্তকরণে সক্ষম হয়;

(ই) স্বাক্ষরদাতার নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে এমন নিরাপদ পন্থায় যাহার সৃষ্টি হয়; এবং

(ঈ) সংযুক্ত উপাত্তের সহিত এটি এমনভাবে সম্পর্কিত যে পরবর্তীতে উক্ত উপাত্তের কোন পরিবর্তন সনাক্তকরণে সক্ষম হয়।

একই আইনে যে সকল ক্ষেত্রে হস্তলিখিত স্বাক্ষর ব্যবহারের বিধান রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের বিষয়কেও সমবৈধতা দেয়া হয়েছে। যেমন-

- ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড সত্যায়ন (ধারা -৫)
- ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের আইনানুগ স্বীকৃতি (ধারা -৬)
- ইরেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের আইনানুগ স্বীকৃতি (ধারা -৭)

তথ্য প্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ২(ঘ) অনুসারে ডিজিটাল স্বাক্ষরকে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

ডিজিটাল সনদ বা ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট

ডিজিটাল সনদ বা ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট হলো তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে দাতা কিংবা গ্রহীতা অথবা উভয় প্রান্তে ব্যবহৃত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের একটি ইলেক্ট্রনিক প্রত্যয়ন ব্যবস্থা। একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন অনলাইনে এমন কোনো পরিষেবা গ্রহণ করে যেটি ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রদর্শন করে, তখন সে এই মর্মে আশ্বস্ত হয় যে, সেবাগ্রহণের কোনো পর্যায়ে সেবাদাতা সংস্থার কোনো ত্রুটির জন্য তার কোনো তথ্য পাচার হয়ে যাবে না। বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান তার পরিচয় নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তথ্য ও ডকুমেন্টের নিরাপত্তার জন্য এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে পারে।

ডিজিটাল স্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও গাইডলাইন

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬
- তথ্য প্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১০
- বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেট অনুশীলন বিবৃতি, ২০২০ (CPS v 3.0)
- বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেট পলিসি, ২০২০ (CP v 1.0)
- টাইম স্ট্যাম্পিং সার্ভিসেস্ গাইডলাইন ফর সার্টিফাইং অথরিটিজ,২০১৬ (সংশোধিত ২০২০)
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ইন্টরোপার‍্যাবিলিটি নির্দেশিকা, ২০১৮ (সংশোধিত ২০২১)
- পিকেআই অডিটিং গাইডলাইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০২১)
- ই-সাইন সার্ভিস গাইডলাইন ফর সার্টিফাইং অথরিটিজ, ২০২০

ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের সুবিধা

- ডিজিটাল স্বাক্ষর একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি;
- ডিজিটাল স্বাক্ষরের মাধ্যমে তথ্যের গোপনীয়তা (confidentiality), স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি (authentication) ও তথ্যের অবিকৃতি (data integrity) নিশ্চিত করা যায়;
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে বার্তা প্রেরণ করলে প্রেরক পরবর্তীতে সেটি অস্বীকার (non-repudiation) করতে পারে না;
- ডিজিটাল স্বাক্ষর যাচাই করার সুযোগ রয়েছে;
- অনলাইনে তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে কোনো তথ্যের বিকৃতি ও জালিয়াতি রোধ করা যায়;
- ডিজিটাল স্বাক্ষরের আইনগত বৈধতা নিশ্চিত করা হয়েছে;
- আইনে ডিজিটাল স্বাক্ষরকে হাতে লেখা স্বাক্ষরের সমান বৈধতা দেওয়া হয়েছে;
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমে অনলাইনে তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি নিশ্চিত করা যায় বিধায় তা যেকোনো সাইবার অপরাধের শনাক্তকরণ ও তদন্তে কার্যকর ভূমিকা রাখে;
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করলে TCV (Time, Cost, Visit) যৌক্তিকভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব;
- পেপারলেস অফিস বাস্তবায়নে ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য;
- ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যাপক প্রচলন সবুজ অর্থনীতি (গ্রীন ইকোনমি) নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখবে।

সিকিউর সকেট লেয়ার (SSL) সার্টিফিকেট

সিকিউর সকেট লেয়ার (SSL) সার্টিফিকেট হলো ডিজিটাল স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আদর্শ নিরাপদ প্রযুক্তি, যা ওয়েব সার্ভার এবং ব্রাউজারের মধ্যে নিরাপদ এনক্রিপ্টেড সংযোগ স্থাপন করে। সাধারণত ওয়েব ব্রাউজার, সোশ্যাল মিডিয়া সাইট, ক্রেডিট কার্ড ট্রানজাকশন, ডাটা ট্রান্সফার এবং লগইন এর নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য এসএসএল সার্টিফিকেট ব্যবহৃত হয়।

ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনে গৃহীত পদক্ষেপ

- **রুট সিএ এর PKI স্থাপন:** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর আওতায় গঠিত ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় রুট সিএ, বাংলাদেশ হিসেবে কাজ করে। সিসিএ কার্যালয়ে রুট সিএ এর পিকেআই স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ব্যবস্থাপনা, অনুমোদন ও সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, জনবল ইত্যাদির সমন্বিত সেটকে PKI (Public Key Infrastructure) বলা হয়। সর্বপ্রথম এপ্রিল, ২০১২ সালে সিসিএ'র রুট কী জেনারেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। সিসিএ কার্যালয়ের রুট সিএ এর Hierarchical PKI মডেল নিম্নরূপ:

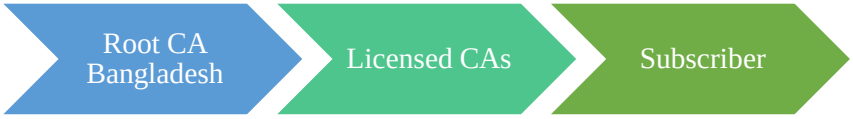

- **সিএ লাইসেন্স প্রদান:** ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের নিমিত্ত সিসিএ কর্তৃক ০৭ (সাত) টি প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফাইং অথরিটি (সিএ) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।
- **সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ:** ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার ও ক্ষেত্র সম্প্রসারণের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রাপ্তি ও ব্যবহার:

সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) গ্রাহক পর্যায়ে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ইস্যু করে। ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সফট টোকেন, হার্ড/ক্রিপ্টো টোকেন এবং ব্যবহার বান্ধব ই-সাইন পদ্ধতিতে গ্রহণ করা যায়।

ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংগ্রহের পদ্ধতি

হার্ড টোকেন এবং সফট টোকেনের মাধ্যমে অথবা ফাইল হিসাবে ডিজিটাল স্বাক্ষর সংগ্রহের পূর্বে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে-

- প্রথমে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার জন্য বৈধ সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
- এজন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করে সেটি সিএ'র নিকট জমা দিন। "কী-পেয়ার" (Key-Pair) তৈরি করার সময় একটি পাসওয়ার্ড/পাস-ফ্রেজ (Pass-Phrase) দিতে হবে যা একান্ত ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়। সুতরাং তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করুন।
- সিএ "কী" জেনারেট করার পর আপনাকে সার্টিফিকেটসহ সেটি হস্তান্তর করবে। আপনি ডাউনলোড করে সেটি ফাইল হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন অথবা ক্রিপ্টো টোকেনের মধ্যেও সেটি গ্রহণ করতে পারেন। ফাইল হিসাবে গ্রহণের ক্ষেত্রে <Name>. p12 অথবা <Name>. pfx (ব্যবহারকারীর প্রাইভেট কীসহ সার্টিফিকেট) শীর্ষক একটি ফাইল পাবেন।

বাংলাদেশের লাইসেন্সপ্রাপ্ত সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) সম্পর্কিত তথ্য

সারাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এবং তথ্যপ্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১০ এর বিধানাবলী অনুসরণ করে ইলেক্ট্রনিক সাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় কর্তৃক সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে ২০১২ সালে দোহাটেক নিউ মিডিয়া, ম্যাংগো টেলিসার্ভিসেস লিমিটেড, ডাটাএডজ লিমিটেড, বাংলাফোন লিমিটেড এবং কম্পিউটার সার্ভিসেস লিমিটেড নামক ০৫ (পাঁচ) টি প্রতিষ্ঠানকে প্রথমবারের মতো সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে দেশের প্রথম সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। সর্বশেষ দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ ব্যাংককে ২০২২ সালে দেশের সপ্তম সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এসব সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংক্ষেপে সিএ নামে পরিচিত।

ক্রমিক	সিএ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট
১.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সার্টিফাইং অথরিটি	www.bcc-ca.gov.bd
২.	বাংলাদেশ ব্যাংক সার্টিফাইং অথরিটি	ca.bb.org.bd
৩.	দোহাটেক নিউ মিডিয়া সার্টিফাইং অথরিটি	dohatec-ca.com.bd
৪.	ম্যাংগো টেলিসার্ভিসেস লি: সার্টিফাইং অথরিটি	www.mangoca.com.bd
৫.	ডাটাএজ লি: সার্টিফাইং অথরিটি	www.dataedgeid.com
৬.	বাংলাফোন লি: সার্টিফাইং অথরিটি	www.digitalsignature.com.bd
৭.	কম্পিউটার সার্ভিসেস লি: সার্টিফাইং অথরিটি	ca.computerservicesltd.com

বিভিন্ন আইনি ও কারিগরী প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করে সিসিএ কার্যালয় এসব প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যতীত অপর ০৬ (ছয়) টি সিএ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদান ও এ সংক্রান্ত সেবা প্রদান করছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক দ্রুততম সময়ের মধ্যেই ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষসমূহ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ

- দেশে নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে সহায়তা করা;
- আইনানুগভাবে Public Key Infrastructure (PKI) কার্যক্রম পরিচালনা;
- জনগণকে নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদানে সচেতন করা।

ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ে ২০১৬ সাল হতে ই-নথির কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়াও ই-নথিতে ডিজিটাল স্বাক্ষর যুক্ত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

সিসিএ কার্যালয় সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/প্রবিধানমালা/নীতিমালা/গাইডলাইন

আইন

ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬

খ) ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮

গ) ব্যাংকার বহি সাক্ষ্য আইন, ২০২১

বিধিমালা ও প্রবিধানমালা

ক) তথ্য প্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১০

খ) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক -এর কার্যালয় (নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক ও সহকারী নিয়ন্ত্রক) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২

গ) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক -এর কার্যালয়ের (কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১২

ঘ) ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০২০

ঙ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (তদন্ত পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২২

নীতিমালা

ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮

খ) বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেট পলিসি, ২০২০ (V 3.0)

গ) বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেশন অনুশীলন বিবৃতি, ২০২০ (V 3.0)

গাইডলাইনস

ক) পিকেআই অডিটিং গাইডলাইন, ২০২০ (V 2.0)

খ) টাইম স্ট্যাম্পিং সার্ভিসেস্ গাইডলাইন ফর সার্টিফাইং অথোরিটিজ, ২০২০ (V 2.0)

গ) ডিজিটাল স্বাক্ষর ইন্টারঅপারেবিলিটি নির্দেশিকা, ২০১৮ (V 1.6)

ঘ) ই-সাইন সার্ভিস গাইডলাইন ফর সার্টিফাইং অথোরিটিজ, ২০২০ (V 1.0.1)

(ঙ) e-KYC Guideline for CA Operators, 2021 (V 1.0)

(চ) CCA e-Sign API Specification Part 1: E-Signature for online e-KYC, 2022 (v 1.0)

সিসিএ কার্যালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছর ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বছরে সিসিএ কার্যালয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। সিসিএ কার্যালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

বাংলাদেশ ব্যাংককে সার্টিফাইং অথরিটি (সিএ) হিসেবে লাইসেন্স প্রদান

দেশের সপ্তম সার্টিফাইং অথরিটি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংককে সিএ লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুকূলে সিএ লাইসেন্স হস্তান্তর করে। এই লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর/ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার প্রসারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই লাইসেন্স অনলাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে তথ্য দাতা ও গ্রহীতার পরিচিতির পাশাপাশি তথ্যের গোপনীয়তা, নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়নের ফলে দেশের জনগণের অনলাইন আর্থিক লেনদেনে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। উক্ত লাইসেন্স প্রদান অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল

বাংলদেশ ব্যাংককে সিএ লাইসেন্স প্রদান অনুষ্ঠান

আলম পিএএ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সিএ লাইসেন্স প্রদান অনুষ্ঠানে সিসিএ কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রক জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন

বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে আয়োজিত ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে সরকারি কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইবাস++, অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (CPTU), রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি স (RJSC), বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বিয়াম ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (বিডিসিসিএল), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৮২৪ জন কর্মকর্তা উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশ নেন।

সিএ অবকাঠামো পরিদর্শন

সার্টিফাইং অথরিটির কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার স্বার্থে ২০২১-২২ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয়ের সিএ পরিদর্শন টিম কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত সিএসমূহের (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বাংলাদেশ ব্যাংক সিএ, ডাটাএড্জ সিএ, ম্যাংগো টেলিসার্ভিসেস লিমিটেড সিএ, দোহাটেক নিউ মিডিয়া সিএ, কম্পিউটার সার্ভিসেস লিমিটেড সিএ এবং বাংলাফোন সিএ) ভৌত ও কারিগরী অবকাঠামো পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শন শেষে পরিদর্শন টিম প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

সিএ অডিটর প্যানেল নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম

সার্টিফাইং অথরিটিসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করার নিমিত্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১০ এর ৩২ বিধি মোতাবেক অডিটর প্যানেল নিয়োগ করা হয়েছে। ২০২২ সালের জন্য সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক নিম্নোক্ত ০৩ (তিন) টি প্রতিষ্ঠানকে অডিটর হিসেবে প্যানেলভূক্ত করা হয়:

ক্রমিক	প্যানেলভুক্ত অডিটর প্রতিষ্ঠানের নাম	ওয়েবসাইট
০১.	ইনোভেটিভ মাইন্ডস কনসাল্টিং লিমিটেড	www.iminds-consulting.com
০২.	রাইট টাইম লিমিটেড	www.righttime.biz
০৩.	মসিহ্ মুহিত হক অ্যান্ড কোং	www.rsm.global/bangladesh

তথ্য প্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১০ এর বিধান মোতাবেক নিয়োগকৃত অডিটর প্যানেল কর্তৃক সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষসমূহ তাদের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করছে। নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্নের পর সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা প্রতিবেদন সিসিএ কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকে।

“ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা” শীর্ষক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন

কিশোরী শিক্ষার্থীদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

সিসিএ কার্যালয় ২০২১-২২ অর্থবছরে সারাদেশের ০৮টি বিভাগের ৬৪ টি জেলার ৭০৩ টি স্কুলের সশরীরে ও অনলাইন জুম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে “ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা” শীর্ষক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করে। এই সেমিনার/ কর্মশালার মাধ্যমে ১৬,২৯৮ জন কিশোরী শিক্ষার্থীকে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের সাইবার অপরাধ ও এর সংশ্লিষ্ট আইনের ব্যাখ্যা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিরাপদে বিচরণের কৌশলসমূহ, অপরাধ সংঘটিত হলে তা থেকে উত্তরণের উপায়, সহায়তা প্রাপ্তি এবং অভিযোগ করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এছাড়াও এসকল কর্মশালায় ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়টি শেখানো হয়। সিসিএ কার্যালয় আয়োজিত কার্যক্রম সারাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা- কর্মচারীদের জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

সিসিএ কার্যালয় ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ ও সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯, জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়ক কর্ম-পরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা(GRS), সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, তথ্য অধিকার, উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ই-সাইনের ব্যবহারসহ বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করে।

যৌথ উদ্যোগে 'টেকসই উন্নয়নে সাইবার নিরাপত্তা' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

'টেকসই উন্নয়নে সাইবার নিরাপত্তা' শীর্ষক সেমিনার

সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস উপলক্ষে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক -এর কার্যালয় এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির যৌথ উদ্যোগে 'টেকসই উন্নয়নে সাইবার নিরাপত্তা' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। ১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সিসিএ কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রক জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ মামুনুর রশিদ। দেশের সাইবার স্পেসকে নিরাপত্তা বিধানে করণীয় বিষয়ে এই সেমিনার আলোচনা করা হয়।

সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে গৃহীত আইন/বিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০২২ বিষয়ক কর্মশালা

কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০২২ এর খসড়া প্রণয়ণের লক্ষ্যে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত খসড়া প্রস্তাব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (তদন্ত পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২১ এর ভেটিংকৃত চূড়ান্ত খসড়া গেজেট আকারে প্রকাশের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের প্রস্তাবিত ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১ এর খসড়া অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও e-KYC গাইডলাইন, ২০২১ এবং API গাইডলাইন, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে সুশাসন বিষয়ে অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন

সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা আয়োজন করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয় এর সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা অধিশাখার অধীন ইমার্জেন্সি রেসপন্স শাখা এসকল সভা আয়োজন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা, সিসিএ কার্যালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত সার্টিফাইং অথরিটিসমূহ এবং সিসিএ কার্যালয়ের বিভিন্ন অংশীজন এ সকল সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় সিসিএ কার্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়ে অংশীজনের সাথে মত বিনিময় করা হয়।

অংশীজনের অংশগ্রহণে আয়োজিত সভা (০১ জুন ২০২২)

ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক সমসাময়িক লার্নিং সেশন আয়োজন

সিসিএ কার্যালয় ২০২১-২২ অর্থবছরে "The advancement of Information security with digital signature in Bangladesh context" শীর্ষক লার্নিং সেশন আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর প্রতিনিধি, সিসিএ কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান শীর্ষক প্রকল্পের প্রতিনিধিগণ প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের উদ্বোধন করেন জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী, নিয়ন্ত্রক (যুগ্মসচিব), সিসিএ কার্যালয়। উক্ত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন Spectra Ltd. এর Chief Operating Officer জনাব এস. এম. মাহবুব আলম। সেমিনারে আরো সহকারী প্রকৌশলী (আইটি সিকিউরিটি) জনাব নাজনীন আক্তার, এবং সহকারী প্রোগ্রামার (ডাটাবেজ ও ওয়েব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন) জনাব কাজী শোয়েব মেহাম্মদ আলোচক হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন

সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক "ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২" এর আলোকে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক ০২ টি কর্মশালা যথাক্রমে ২৪ মার্চ, ২০২১ এবং ০৬ জুন, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। এই কর্মশালায় সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা, করণীয় বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনার অংশ হিসেবে সিসিএ কার্যালয়ের কার্যক্রমসমূহকে ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও কার্যক্রমে IoT (Internet of Things), ব্লকচেইন টেকনোলজি, Robotics এবং AI (Artificial Intelligence) ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক কর্মশালা

১৫ তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন

অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ তুলে দিচ্ছেন সিসিএ কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রক মহোদয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সহ আয়োজক বাংলাদেশ চিল্ড্রেন ফিল্ম সোসাইটির তত্ত্বাবধানে সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক ০৫ মার্চ ২০২২ খ্রি. হতে ৩১ মার্চ ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত ঢাকা, বরিশাল, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভিন্ন ভেন্যুতে ১৫তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০২১ আয়োজন করা হয়েছে। মাসব্যাপী আয়োজিত এই চলচ্চিত্র উৎসবে ৪টি বিভাগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৯ টি চলচ্চিত্রকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট, সনদ ও নগদ অর্থ তুলে দেয়া হয়।

বিভিন্ন জাতীয় দিবস/সভা/সেমিনার/ সিম্পোজিয়ামে সিসিএ কার্যালয়ের অংশগ্রহণ

সিসিএ কার্যালয় ২০২১-২২ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আয়োজিত সকল সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা- কর্মচারী গণ স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস, জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা ও ১৫ই আগস্টের সকল শহীদের প্রতি সিসিএ কার্যালয় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত দোয়া-মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস/উৎসব/অনুষ্ঠান/সভা/সেমিনারে সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেন।

১৫ই আগস্টের সকল শহীদের প্রতি সিসিএ কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রক মহোদয়ের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও পুষ্পস্তবক অর্পন (১৫ আগস্ট, ২০২১)।

পিকেআই সংশ্লিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নে রিসার্চ স্টাডি প্রণয়ন

সিসিএ কার্যালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা ২.৪ বাস্তবায়নের নিমিত্ত রিসার্চ স্টাডি প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক "Study on Standards of Public Key Infrastructure: A Trusted Approach for Implementation of Authentication System in Electronic Environment." শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার (পিকেআই) বিষয়ের ধারণা, সমসাময়িক স্ট্যান্ডার্ড ও ডিজিটাল স্বাক্ষরের স্ট্যান্ডার্ড বিষয়ে তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও উক্ত গবেষণা প্রতিবেদনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুসৃত পিকেআই সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/নীতিমালার তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে পিকেআই প্রযুক্তির বিভিন্ন এপ্লিকেশন এবং বাংলাদেশ পিকেআই প্রযুক্তির উন্নয়নে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সিসিএ কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উক্ত গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়নে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন।

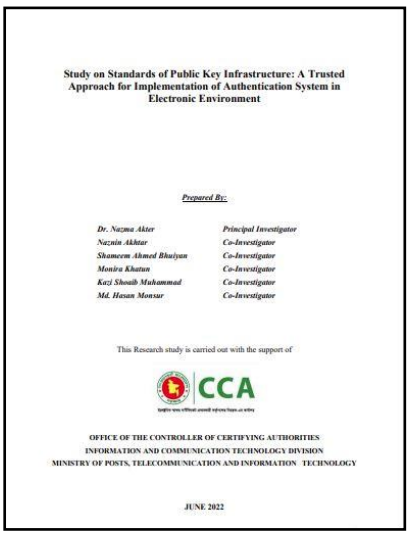

Study on Standards of Public Key Infrastructure: A Trusted Approach for Implementation of Authentication System in Electronic Environment

Prepared By:

Dr. Nazma Akter	Principal Investigator
Naznin Akhtar	Co-Investigator
Shameem Ahmed Bhuiyan	Co-Investigator
Monira Khatun	Co-Investigator
Kazi Shoaib Muhammad	Co-Investigator
Md. Hasan Monsur	Co-Investigator

This Research study is carried out with the support of

CCA

OFFICE OF THE CONTROLLER OF CERTIFYING AUTHORITIES
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY DIVISION
MINISTRY OF POSTS, TELECOMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY

JUNE 2022

সিসিএ কার্যালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের উন্নয়ন কার্যক্রম

২০২১-২২ অর্থবছরের সিসিএ কার্যালয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এসব কার্যক্রম সিসিএ কার্যালয়ের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের মধ্যে কারিগরী অবকাঠামো নির্মাণ, হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যার স্থাপন, ইনস্টলেশন ও কমিশনিং অন্যতম। ২০২১-২২ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- সিসিএ কার্যালয়ের অধীন সকল সিএ প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটি মনিটরিং এর নিমিত্ত বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (বিডিসিসিএল) -এ সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার (SOC) স্থাপন করা হয়েছে। সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টারে ইন্সটলকৃত সফটওয়্যারসমূহের User Acceptance Test সম্পন্ন করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান প্রকল্পের আওতায় এই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। সিসিএ কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার (Central Repository) স্থাপন এবং ই-সাইন ডাটাবেস উন্নয়ন করা হয়েছে। যশোরের শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে সিসিএ কার্যালয়ের রুট সিএ সিস্টেমের ডিজাস্টার রিকভারি সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।

সিসিএ কার্যালয়ের সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টারের স্থান

সিসিএ কার্যালয়ের ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টারের স্থান

- সিসিএ কার্যালয়ের রুট সিএ সিস্টেমের কনফিগারেশন মানোন্নয়ন করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের ওয়েব ট্রাস্ট অডিট এর সকল কার্যক্রম BDO Malaysia কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত সময়ের Internal Audit এর সকল কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে।
- সিসিএ কার্যালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরে Root CA সিস্টেমের Certificate Revocation List (CRL) আপডেট করা হয়েছে। Root CA সিস্টেমের Certificate Revocation List (CRL) ও Online Certificate Status Protocol (OCSP) এর Vulnerability Assessment ও Penetration Testing করা হয়েছে এবং Test-এ প্রাপ্ত সকল নিরাপত্তা ঝুঁকি (Secrurity Risk) সম্পূর্ণরূপে দূর করা হয়েছে।
- সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) এবং Malware Analysis Tools (MAT) সফটওয়্যার টুলস ইনস্টলেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিকিউরিটি ইনফরমেশন এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট (SIEM) এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফায়ারওয়াল (WAF) সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার ইনস্টলেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- সিসিএ কার্যালয়ের ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের বিভিন্ন সফট্ওয়্যার টুলস এর লাইসেন্স হালনাগাদ করা হয়েছে।

সিসিএ কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় ২০১১ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সিসিএ কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো নিম্নরূপ:

- ডিজিটাল/ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বাংলাদেশ ব্যাংক, দোহাটেক নিউ মিডিয়া, ম্যাংগো টেলিসার্ভিসেস লিমিটেড, ডাটাএড্জ লিমিটেড, বাংলাফোন লিমিটেড এবং কম্পিউটার সার্ভিসেস লিমিটেডকে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে;
- ২০১৩-২০১৪ সন হতে ২০২১-২২ সন পর্যন্ত ছয়টি সিএ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সারাদেশে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে মোট ৫৬,২০১ টি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বছরওয়ারী ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণের তথ্য নিম্নরূপ:

সিএ সমূহ / সময়	বাংলাফোন লি: সিএ	দোহাটেক নিউ মিডিয়া সিএ	ম্যাংগো টেলিসার্ভিসেস লি: সিএ	ডাটাএডজ লি: সিএ	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সিএ	কম্পিউটার সার্ভিসেস লি: সিএ	মোট
২০১৩-১৪	-	-	৩	২৩,০০০	-	-	২৩,০০৩
২০১৪-১৫	২৮	২৩,৮৭৩	৬০	১২২১	-	-	২৫,১৮২
২০১৫-১৬	৩৩	৪৩	৫৩	২০৪০	-	-	২১৬৯
২০১৬-১৭	১৪	৩৮	৮	১১৫০	-	-	১২১০
২০১৭-১৮	১	১	৬	১১১	৪	-	১২৩
২০১৮-১৯	৬০৩	-	৫	৪৩	১৩৬	-	৭৮৭
২০১৯-২০	৭০৩	-	-	-	১২৩৯	-	১৯৪২
২০২০-২১	-	-	৮০১	-	১৩৯	-	৯৪০
২০২১-২২	৬৫৯	১৪	-	৪০	৬৭২	-	১৩৮৫
সর্বমোট	**২০৪১**	**২৩,৯৬৯**	**৯৩৬**	**২৭,৬০৫**	**২১৯০**	**-**	**৫৬,২০১**

- ডংগলভিত্তিক ডিজিটাল স্বাক্ষরের পাশাপাশি ব্যবহার বান্ধব ই-সাইন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে CCA e-Sign API Specification Part 1: E-Signature for online e-KYC প্রণয়ন করা হয়েছে যা অনুসরণ করে সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহ ই-সাইন প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- সিসিএ কার্যালয়ের "পিকেআই (পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেমের মানোন্নয়ন এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও তদন্তের জন্য ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং পিকেআই সিস্টেমস আপগ্রেড করা হয়েছে।
- সিসিএ কার্যালয় ইনফরমেশন সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ISO/IEC 27001:2013 সনদ অর্জন করেছে।
- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিসিএ কার্যালয় OIC CERT এর সদস্য পদ লাভ করেছে।
- সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিসিএ কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার স্থাপন এবং ই-সাইন ডাটাবেস উন্নয়ন করা হয়েছে।
- যশোরের শেখ হাসিনার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে সিসিএ কার্যালয়ের রুট সিএ সিস্টেমের ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার (DRC) স্থাপন করা হয়েছে।
- গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে অবস্থিত ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টারে সিসিএ কার্যালয়ের জন্য সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার (SOC) ও নেটওয়ার্ক ডিভাইস স্থাপন করা হয়েছে।

- প্রতিষ্ঠার পর থেকে সারাদেশের ২৭,৯৩২ জন সরকারি কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বছরওয়ারী ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নরূপ:

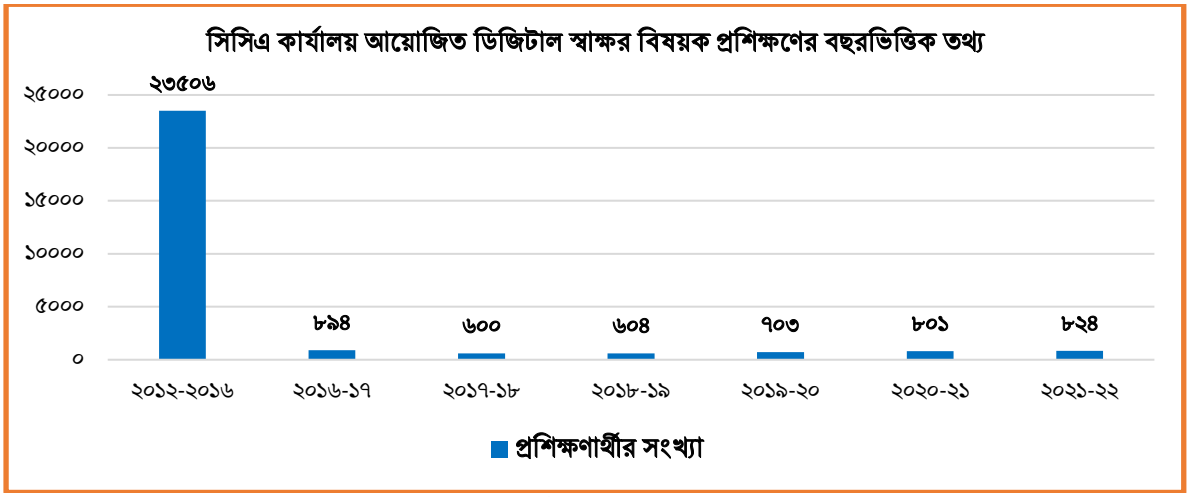

- সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) এবং Malware Analysis Tools (MAT) সফটওয়্যার টুলস ইনস্টলেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিকিউরিটি ইনফরমেশন এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট (SIEM) এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফায়ারওয়াল (WAF) সফটওয়্যার ও হার্ডওয়ার ইনস্টলেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (তদন্ত পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২১ এর ভেটিংকৃত চূড়ান্ত খসড়া গেজেট আকারে প্রকাশের নিমিত্ত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে শুরু করে চলতি ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত সর্বমোট ৮৯,০৮৫ জন কিশোরী শিক্ষার্থীকে "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের বছরভিত্তিক তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

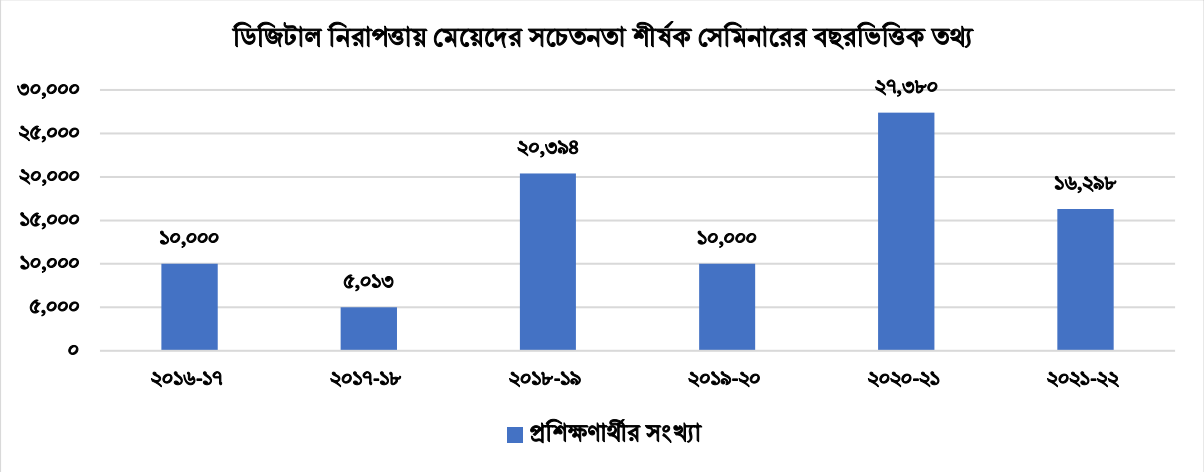

- সিসিএ কার্যালয়ের সকল কার্যক্রম পর্যালোচনান্তে এ প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে তা সমাধানের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের আওতায় একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক প্রশিক্ষণের সকল রেকর্ডিং, প্রশ্নোত্তর পর্ব, টিউটোরিয়াল, ই-বুকসহ সব ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল সমন্বয় করে "কন্যাকথা" নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে।

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর বাস্তবায়নে সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থায় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহারের ক্ষেত্র নির্ধারণে সিসিএ কার্যালয় নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সারাদেশের সরকারি দপ্তরসমূহে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার আরো বাড়ানোর লক্ষ্যে সিসিএ কার্যালয় ২০২১-২২ অর্থবছরে নিয়মিত সভা, সেমিনার ও নলেজ শেয়ারিং সহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। এসময় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের অনলাইন এপ্লিকেশনে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সংযুক্তকরণের লক্ষ্যে সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয় এবং অন্যান্য সরকারি দপ্তরের মধ্যে আয়োজিত বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১. **জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) এবং সিসিএ কার্যালয়ের সভা:**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ASYCUDA সিস্টেমে ডিজিটাল স্বাক্ষর অন্তর্ভুক্তকরণের নিমিত্ত ১২ মে ২০২২ তারিখে সিসিএ কার্যালয়, দোহাটেক নিউ মিডিয়া ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ASYCUDA সিস্টেমে ডিজিটাল স্বাক্ষর অন্তর্ভুক্তকরণ এবং এর প্রেক্ষিতে চিহ্নিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

২. **এস্পায়ার টু ইনোভেট (a2i) এবং সিসিএ কার্যালয়ের সভা:**

ই-নথি সিস্টেমে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর যুক্ত করার লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয় এবং এস্পায়ার টু ইনোভেট (a2i) এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিগত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ তারিখে সিসিএ কার্যালয় ও ই-নথির কারিগরি টিমের মধ্যে ই-নথিতে ডিজিটাল স্বাক্ষর ইন্টিগ্রেশন বিষয়ক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২৬ মে ২০২২ খ্রিঃ তারিখে সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ই-নথি টিমের দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ০২ জুন ২০২২ খ্রিঃ তারিখে ম্যাংগো টেলিভার্সিসেস লিমিটেড সিএ ই-নথি সিস্টেমে ই-সাইন সংযুক্তকরণের বিষয়ে একটি ডেমো প্রদর্শন করে।

৩. **সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (CPTU) এবং সিসিএ কার্যালয়ের সভা:**

ই-জিপি সিস্টেমে ডিজিটাল স্বাক্ষর অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে বিগত ২৫ মে ২০২২ খ্রিঃ তারিখে সিসিএ কার্যালয়, সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (CPTU) এর কারিগরি টিম ও সিএ প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ই-জিপি সিস্টেমের টেস্ট এনভায়রমেন্টে ডিজিটাল স্বাক্ষর যুক্তকরণের জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে POC করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪. **প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের কার্যালয় এবং সিসিএ কার্যালয়ের সভা:**

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের কার্যালয়ের অনলাইন সিস্টেমে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহারের বিষয়ে ২৫ মে ২০২২ খ্রিঃ তারিখ সিসিএ কার্যালয়ের টেকনিক্যাল টিম ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের কার্যালয়ের মধ্যে দাপ্তরিক কাজে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহারের ধারণা অর্জনের বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন সার্ভিসে ডিজিটাল স্বাক্ষর ইন্টিগ্রেশন বিষয়ক তথ্য

সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ এর **৩য় অধ্যায়: অফিস পদ্ধতি**'র **১৫(১) নথি ব্যবস্থাপনা** অংশে সরকারি সকল দপ্তর/সংস্থায় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর চালুকরণের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করে বলা হয়েছে, "ইলেক্ট্রনিক নোটিং, ফাইলিং ও ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমে সকল অফিসে পর্যায়ক্রমে ইলেক্ট্রনিক অফিস পদ্ধতি চালু করিতে হইবে"। **অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা**'র **অধ্যায় ১২: উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ ও আইসিটি কৌশল**-এর **১২.৩.২: ই-গভর্মেন্ট** অংশে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং আগ্রহী ব্যক্তিদের ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট ও এ-সম্পর্কিত সেবা প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮** এর **উদ্দেশ্য ২: ডিজিটাল নিরাপত্তা** অংশের কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.৯: এর **উদ্দেশ্য ২.৯.১** এ সকল অফিসে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুকরণের কথা বলা হয়ছে। **'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স'** এর নির্বাহী কমিটির ১১তম সভার ১১.৮ নং সিদ্ধান্তে তথ্যের নিরাপদ আদান-প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ই-সেবায় ডিজিটাল স্বাক্ষর ইন্টিগ্রেশনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এসকল নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত সিসিএ কার্যালয় নিয়মিত সভা, সেমিনার ও নলেজ শেয়ারিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থায় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহারের ক্ষেত্র নির্ধারণ ও অনলাইন সেবায় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ইন্টিগ্রেশনে সহায়তা প্রদান করে থাকে। সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত অনলাইন সেবায় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ইন্টিগ্রেশন কার্যক্রমের তথ্য নিম্নরূপ:

বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিসে ডিজিটাল স্বাক্ষর ইন্টিগ্রেশনের দপ্তরভিত্তিক তথ্য (জুন-২০২২ পর্যন্ত)

ক্রমিক	দপ্তর/ সংস্থা	সার্ভিসসমূহের নাম	সর্বশেষ অবস্থা
১.	সিসিএ কার্যালয়	ডকুমেন্ট সাইনিং	ব্যবহার চলমান
২.	যৌথমূলধনী কোম্পানি সমূহের নিবন্ধকের কার্যালয় (RJSC)	অভ্যন্তরীণ অফিস এপ্লিকেশন, QR code, অফিসের ওয়েব এপ্লিকেশন	ব্যবহার চলমান
৩.	খাদ্য মহাপরিদর্শকের দপ্তর	ডকুমেন্ট সাইনিং	ব্যবহার চলমান
৪.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	জাতীয় ডাটা সেন্টারের ভিপিএন (VPN) সার্ভিস	ব্যবহার চলমান
৫.	Robi Axiata Limited	ক্রয় এবং কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স	ব্যবহার চলমান
৬.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	রেমিট্যান্স সলিউশন	ব্যবহার চলমান
৭.	পুবালী ব্যাংক লিমিটেড	অডিট সার্ভিস	ব্যবহার চলমান
৮.	ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড	ক্রয় এবং কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স	ব্যবহার চলমান
৯.	বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)	ডকুমেন্ট সাইনিং	ব্যবহার চলমান
১০.	বাংলাদেশ পুলিশ	অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট	পাইলটিং
১১.	অর্থ বিভাগ	IBAS++ সিস্টেম	POC
১২.	এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই)	ই-নথি	POC
১৩.	সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট	ই- জিপি (অনলাইন চুক্তি স্বাক্ষর)	POC
১৪.	প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের কার্যালয়	ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর, পরিদর্শক, এবং টেকনিশিয়ানদের লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও নবায়ন এবং পাওয়ার সাব-স্টেশনসমূহের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রক্রিয়া।	POC
১৫.	বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড	প্রশাসনিক কার্যক্রম	POC

২০২১-২২ অর্থবছরের ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণের তথ্য

ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রচারণা এবং ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ৯ম বা তদূর্দ্ধ গ্রেডের ৮২৪ জন কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণসমূহে সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে ডিজিটাল স্বাক্ষরের আইনগত ও ব্যবহারিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাগণ ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার ব্যবহারের গুরুত্ব ও আইনগত বিষয়ে জানার পাশাপাশি এর ব্যবহারে আরো আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

বিয়াম ফাউন্ডেশনে আয়োজিত ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ (২০২১-২২)

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের তারিখ	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১.	২১/০৮/২০২১	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	৯০
২.	২৬/০৯/২০২১	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	৯৭
৩.	২২/০৯/২০২১	বাংলাদেশ জাতীয় ডাটা সেন্টার এবং "সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান" শীর্ষক পকল্প	৩৭
৪.	২৮/০৯/২০২১ ২৯/০৯/২০২১ ২০/০২/২০২২	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি	১৯৯
৫.	০৫/১০/২০২১	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট	৪১
৬.	১৮/১১/২০২১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৪০
৭.	১৩/১২/২০২১	বাংলাদেশ ব্যাংক	২৫
৮.	৩০/১২/২০২১	সিপিটিইউ	৩০
৯.	১৬/০১/২০২২	যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর	১২
১০.	২০/০১/২০২২	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রিশন এন্ড ম্যানেজম্যান্ট (বিয়াম ফাউন্ডেশন)	৪৩
১১.	০২/০২/২০২২ ১৫/০২/২০২২	আইবাস++ এবং অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ	৫৫
১২.	০২/০৪/২০২২	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	৪৫
১৩.	১৭/০৫/২০২২	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	১১০
মোট			**৮২৪**

সিসিএ কার্যালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

সিসিএ কার্যালয় ২০২১-২২ অর্থবছরে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এসময় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাকরির বিধি-বিধান বিষয়ে বিভিন্ন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এছাড়াও ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রচারণা এবং ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং দপ্তরের ৯ম বা তদূর্দ্ধ গ্রেডের ৮২৪ জন কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে "উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ" শীর্ষক সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে করোনাকালীন সময়ে ওয়েবিনারের মাধ্যমে সারাদেশের ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণির ছাত্রী এবং অভিভাবকদের অংশগ্রহণে "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ে সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান প্রকল্পের আওতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর সংশোধনীর উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সিসিএ কার্যালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

দেশের অভ্যন্তরে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	২৭	১৩৬২

আয়োজিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১.	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২	৪৯
২.	ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ই-সাইনের ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১	২৮
৩.	সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ ও সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯	১	২৭
৪.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪	৯৭
৫.	তথ্য অধিকার বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	৩	৭০
৬.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ২০২১-২০২২ বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪	৯৯
৭.	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪	৮৮
৮.	Cyber Security Analyst বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১	১২
৯.	Application Penetration Testing Tools বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১	০৫
১০.	Web Application Vulnerability Scanner বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১	০৬
১১.	System Vulnerability Scanner বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১	০৬
১২.	End Point Security Solution বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১	০৫
১৩.	Multifactor Authentication বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১	০৫
১৪.	Insider Threat Detection বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১	১৩
সর্বমোট		**২৭**	**৫১০**

সরকারি কর্মকর্তাদের ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের নাম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের সংখ্যা	প্রশিক্ষণের সময়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১.	সরকারি কর্মকর্তাদের ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৩	২১/০৮/২০২১ খ্রি. হতে ১৭/০৫/২০২২ খ্রি.	৮২৪

সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	সেমিনার/ওয়ার্কশপের নাম	সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	সাইবার নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা শীর্ষক সেমিনার	৪৮	১৬,২৯৮
২.	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা	২	৬৬
৩.	ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়নে আইসিটি আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন শীর্ষক সেমিনার	১	১৫
৪.	“The advancement of Information security with digital signature in Bangladesh context” শীর্ষক লার্নিং সেমিনার	১	১৯
৫.	তথ্য অধিকার আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা	২	৭০
সর্বমোট		**৫৪**	**১৬,৪৬৮**

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজন

সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিসিএ কার্যালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের ১৪ জন কর্মকর্তাকে Training on Application of PKI বিষয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও সিসিএ কার্যালয় ও বাংলাদেশ ডাটাসেন্টার কোম্পানি লিমিটেডের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে SIEM, VAPT এবং MAT টুলস এর ব্যবহারের উপর Cyber Security Analyst, Application Penetration Testing, Web Application Vulnerability Scanner, System Vulnerability Scanner, End Point Security Solution, Multifactor Authentication, এবং Insider Threat Detection বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

সিকিউরিটি টুলস বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

সিসিএ কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য

সিসিএ কার্যালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ০৪ টি কৌশলগত উদ্দেশ্য (নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ আইটি অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইনি অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোট ১১ টি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করেছে।

সিসিএ কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২

ক্রমিক	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫
১.	নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ আইটি অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করা	ডিজাস্টার রিকভারি সিস্টেম স্থাপন	৩১.১.২২	৩১.১.২২
		SOC-Security Operation Center স্থাপন	৩১.৩.২২	৩০.৩.২২
		Networking device & e-Sign Equipment Installation	৩১.১২.২১	১১.১০.২১
২.	দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন	ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৮০০	৮২৪
		ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ	১১০০০	১৬,২৯৮
		কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য সমসাময়িক বিষয়ের উপর লার্নিং সেশন	২	২
		পিকেআই সংশ্লিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নে রিসার্চ স্টাডি কার্যক্রম	১	১
৩.	আইনি কাঠামো উন্নয়ন	Electronic Know Your Customer (e-KYC) গাইডলাইন প্রণয়ন	৩০.০৯.২১	২৯.০৯.২১
		Application Programming Interface (API) গাইডলাইন প্রণয়ন	৩১.৩.২২	৩০.৩.২২
৪.	ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা	লাইসেন্স প্রাপ্ত সিএসমূহের অফিস ও স্থাপনা পরিদর্শন	৬	৭
		মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক লিফলেট মুদ্রণ	১৬.১২.২১	১৩.১২.২১

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২১-২২ সালের কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন

সিসিএ কার্যালয় ২০২১-২০২২ সালের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও সিসিএ কার্যালয়ের ওয়েবসাইট আপলোড করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরির বিধি-বিধান এবং শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন ও সভার সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের কর্ম পরিবেশ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের উত্তম চর্চার তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা কর্মশালার ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছে। অনলাইন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার বিষয়ক লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স, তথ্য অধিকার সেবাবক্স, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সেবাবক্স হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়াও স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের ৫ম-১০ম গ্রেডের ০১ জন কর্মকর্তা এবং ১১-২০ গ্রেডের ০১ জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

নিয়ন্ত্রক মহোদয়ের নিকট হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার পুরস্কার গ্রহণ করছেন সিসিএ কার্যালয়ের উপ-নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব শাহীনা পারভীন।

নিয়ন্ত্রক মহোদয়ের নিকট হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর জনাব শাহ আলম।

২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) যথাসময়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং ক্রয়ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাসমূহ যথাসময়ে আয়োজন করা হয়েছে।

সিসিএ কার্যালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের উদ্ভাবনী কার্যক্রম

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) কার্যালয় এর "ই-গর্ভন্যান্স এবং উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২" এর অনুচ্ছেদ ১.১ এ উল্লিখিত উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন, ১.২ এ উল্লিখিত সেবা সহজীকরণ এবং ১.৩ এ উল্লিখিত সেবা ডিজিটাইজেশন হিসেবে যথাক্রমে সিএ ইভ্যালুয়েশন টুলস, নিরাপদ ই-ডকুমেন্টেশন (ই-সাইন) এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান সেবাগুলো চালু করা হয়েছে।

সিএ ইভ্যালুয়েশন টুলস

"সিএ ইভ্যালুয়েশন টুলস" নামক সফটওয়্যারটি সিসিএ কার্যালয়ের নিজেদের তৈরি একটি ওয়েব বেইজড সফটওয়্যার। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে সকল সিএ (সার্টিফাইং অথরিটিজ) প্রতিষ্ঠান তাদের ডিজিটাল সিগনেচার এবং ই-সাইনের মাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনলাইনের মাধ্যমে প্রেরণ করে থাকে। ফলে পূর্বের ন্যায় সিসিএ কার্যালয়ে সশরীরে উপস্থিত হয়ে রিপোর্ট প্রেরণের প্রয়োজন হয় না বিধায় সময় এবং অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে।
লিংক: https://ccainfobd.pythonanywhere.com

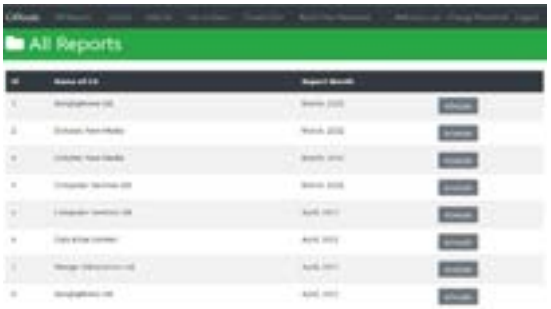

নিরাপদ ই-ডকুমেন্টেশন (ই-সাইন)

সকল পিডিএফ ডকুমেন্টসকে অনলাইনে ডিজিটালি সাইন (ই-সাইন) করার জন্য "নিরাপদ ই-ডকুমেন্টেশন (ই-সাইন)" সেবাটি চালু করা হয়েছে। এই সেবাটির মাধ্যমে সকল পিডিএফ ডকুমেন্টসকে আপলোড করে খুব সহজে ই-সাইন করা যায় এবং সাইনকৃত ডকুমেন্টসের অথেনটিকেশন নিশ্চিত করা যায়। কোনো ডকুমেন্টসকে ই-সাইন করার মাধ্যমে মূলত বিশুদ্ধতা, অকৃত্রিমতা, এবং স্বীকৃতি এই ৩টি বিষয় নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। এর লিংক: https://dms.cca.gov.bd/

ডিজিটাল স্বাক্ষর সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান

সিসিএ কার্যালয় সেবা ডিজিটাইজেশন হিসেবে "ডিজিটাল স্বাক্ষর সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান" চালু করা হয়। সেবাটির মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয় ডিজিটাল স্বাক্ষর সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়ে থাকে। যেকোনো ব্যক্তি অনলাইনে নিচের লিংকে নিবন্ধন করার মাধ্যমে এই সেবাটি পেতে পারে এবং পরামর্শ পাওয়ার জন্য আবেদন করার তিন কর্মদিবসের মধ্যে সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত সেবার লিংক: https://www.mygov.bd।

২০২১-২২ অর্থবছরে আইন/বিধি/পলিসি প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্য

সিসিএ কার্যালয় ২০২১-২২ অর্থবছরে আইন, বিধি, পলিসি প্রণয়ন/সংশোধন বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে আইন, বিধি, পলিসি প্রণয়ন/সংশোধন বিষয়ে প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নোক্ত ছকে উপস্থাপন করা হলো:

বিষয়	আইন/বিধিমালা/নীতিমালার নাম
আইন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০২২ (খসড়া)
বিধিমালা	ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১ (খসড়া)
পলিসি/নির্দেশিকা/ অন্যান্য	e-KYC Guideline for CA Operators, 2021
	CCA e-Sign API Specification Part 1: E-Signature for online e-KYC, 2022
	Bangladesh Root CA Certificate Practice Statement, 2020 (V.3)

২০২১-২২ অর্থবছরের পুরস্কার/সনদ/সম্মাননা সংক্রান্ত তথ্য

সিসিএ কার্যালয় ২০২১-২২ অর্থবছরে যে সকল অর্জন ও সম্মাননা পেয়েছে তা বিভিন্ন মহলে বেশ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। এসবের মধ্যে সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক ISO/IEC 27001:2013 সনদ অর্জন এবং জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন অন্যতম। নিম্নে সিসিএ কার্যালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরে পুরস্কার/সম্মাননা/অর্জনের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

সিসিএ কার্যালয়ের ISO/IEC 27001:2013 সনদ অর্জন

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ইনফরমেশন সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ISO/IEC 27001:2013 সনদ অর্জন করেছে। সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান প্রকল্পের আওতায় SIS Certifications Pvt. Ltd. নামক একটি আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন এজেন্সি আইএসও ২৭০০১ এর নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইটি অপারেশন, ডেটা সেন্টার ও ডিজাস্টার রিকভারি সাইটের উপর অডিট কার্যক্রম পরিচালনা শেষে ২৩ মার্চ ২০২২ তারিখে সিসিএ কার্যালয়কে প্রথম বারের মতো এই সনদ প্রদান করে।

সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক প্রাপ্ত ISO/IEC 27001:2013 সনদ

সিসিএ কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ৫টি দপ্তর/সংস্থার মধ্য হতে সিসিএ কার্যালয় প্রথম স্থান অধিকার করে। সিসিএ কার্যালয় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার মোট ৩৮ টি কার্যক্রমের মধ্যে ৩৬ টি কার্যক্রমে শতভাগ নম্বর অর্জন করে। শুদ্ধাচার সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনে সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সিসিএ কার্যালয়কে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১ প্রদান করে। সিসিএ কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রক মহোদয় আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এনএম জিয়াউল আলম পিএএ মহোদয়ের নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

সিসিএ কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১ গ্রহণ

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)

সিসিএ কার্যালয়ের ২০২১-২০২২অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্য

সিসিএ কার্যালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য রাজস্ব খাতে (অনুন্নয়ন) ৬৪৪.৪৮ লক্ষ টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটে ১৪৩৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে রাজস্ব খাতে (অনুন্নয়ন) ৫৪০.৮১ লক্ষ টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটে ১৪৩৭.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বিস্তারিত তথ্য নিমোক্ত ছক ও চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

লক্ষ টাকায়

বিবরণ	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের হার
অনুন্নয়ন (রাজস্ব)	৬৪৪.৬৮	৫৪০.৮১	৮৩.৮৯%
উন্নয়ন (প্রকল্প)	১৪৩৮.০০	১৪৩৭.৮৪	৯৯.৯৯%

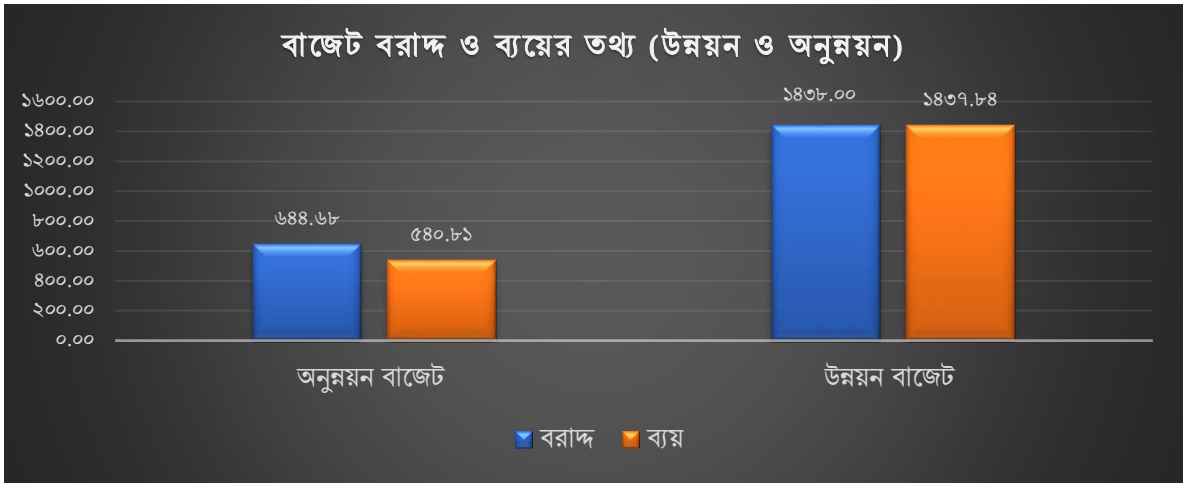

প্রকল্প/কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য

(ক) চলমান প্রকল্প

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয়ে সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(খ) প্রস্তাবিত প্রকল্প/ কর্মসূচি

ভবিষ্যতে সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক নিম্নোক্ত প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে, যেমন:

- সিসিএ কার্যালয় শক্তিশালীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্প;
- নিরাপদ ইলেক্ট্রনিক সামাজিক যোগাযোগ নেটওর্কিং প্লাটফর্ম ('যোগাযোগ' ও 'আলাপন') উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প;
- "ডিজিটাল নিরাপত্তায় কিশোরীদের সচেতনতা" শীর্ষক কর্মসূচি।

“সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান” শীর্ষক প্রকল্প

(১) প্রকল্প পরিচিতি

পরিকল্পনা কমিশন এর আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের ২৩ মে, ২০১৯ তারিখের ২০.০২.০০০০.০২৩.১৪.০১৭.২০১৮১১৩ নং পত্রের মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয়ে “সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান” শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মেয়াদকাল ১লা জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২৩। প্রকল্পটির সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৬৭৫.৯২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী		
নাম	“সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান” শীর্ষক প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৯ - ৩০ জুন ২০২৩ (১ম সংশোধিত)	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
	জিওবি	৫৬৭৫.৯২
	বৈদেশিক সাহায্য	-
	মোট	৫৬৭৫.৯২

(২) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- সার্টিফাইং অথরিটিসমূহকে সম্পৃক্ত করে সাইবার ইনসিডেন্ট সংক্রান্ত তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন সাইবার টেকনিক্যাল টিমের সক্ষমতা তৈরিকরণ।
- সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ থামানো এবং ঝুঁকি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা।
- সার্টিফাইং অথরিটির আওতাধীন সিস্টেমসমূহ ও জনগনকে সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ বিষয়ে সচেতন করা।
- সিসিএ কার্যালয়ের পিকেআই অবকাঠামোকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাধার এর অবকাঠামো তৈরি।
- ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের বাস্তব প্রয়োগের নিমিত্তে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর উন্নয়ন সংক্রান্ত R & D ল্যাব স্থাপন।
- প্রযুক্তিগত ধারনার সমন্বয় ও সংযোগ স্থাপন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পিকেআই ফোরামের সদস্য প্রাপ্তির জন্য আন্তর্জাতিক ব্রাউজার ফোরামের স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে ওয়েবট্রাস্ট সীল ও স্বীকৃতি অর্জন।

(৩) প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রকল্প কার্যালয়ে জনবল নিয়োগ, আসবাবপত্র ক্রয় এবং যানবাহন ক্রয় করা;
- হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয়, স্থাপন এবং সিস্টেম চালু করা;
- ওয়েব ট্রাস্ট অডিট ও রুট সিএ কনফিগারেশন এর জন্য পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া;
- ই-সাইন ডাটাবেজ উন্নয়ন এবং কেন্দ্রীয় সংরক্ষাণাগার (Central Repository) স্থাপন;
- সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার (SOC) এবং নেটওয়ার্ক ডিভাইস স্থাপন কার্যক্রম;
- জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন করা;
- সাইবার ঝুঁকি প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরির এবং কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জন্য স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

(৪) প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- জাতীয় ফোর টায়ার ডাটা সেন্টারে সিসিএ কার্যালয়ের সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার (SOC) এবং নেটওয়ার্ক ডিভাইস স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- যশোরের শেখ হাসিনার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে সিসিএ কার্যালয়ের রুট সিএ সিস্টেমের ডিজাস্টার রিকভারি সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- সিসিএ কার্যালয়ের রুট সিএ সিস্টেমের কনফিগারেশনের মানোন্নয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সিসিএ কার্যালয়ের আইএসও ২৭০০১:২০১৩ সনদ অর্জনের নিমিত্ত অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- সিসিএ কার্যালয়ের জন্য ই-সাইন ডাটাবেজ উন্নয়ন এবং কেন্দ্রীয় সংরক্ষাণাগার (Central Repository) স্থাপন করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় সিকিউরিটি ইনফরমেশন এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট (SIEM) এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফায়ারওয়াল (WAF) সফটওয়্যার ও হার্ডওয়ার ইনস্টলেশন।
- প্রকল্পের আওতায় VAPT এবং MAT সফটওয়্যার টুলস ইনস্টলেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- "Training on Application of PKI" বিষয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- SIEM সিস্টেম এবং সফটওয়্যার টুলস ব্যবহারের উপর ০৭ টি ক্যাটাগরিতে মোট ৫২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়নে আইসিটি আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী বিষয়ে ১টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।
- সিসিএ কার্যালয়ে একটি আর এন্ড ডি ল্যাব স্থাপনের নিমিত্ত দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

১৫তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব-২০২২

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২১ আগস্ট ২০২১ তারিখে বিভাগের সম্মেলন কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত সভায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের অনুষ্ঠান/উৎসবাদি খাত হতে অনুষ্ঠিতব্য ইভেন্টসমূহ চূড়ান্তকরণ, ইভেন্টসমূহের বাজেট এবং আয়োজনকাল নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৫তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব-২০২২ এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মূল আয়োজক হিসেবে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) এর কার্যালয়কে এবং আয়োজক সহযোগী হিসেবে চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে ০৫ মার্চ ২০২২ খ্রি: হতে ৩১ মার্চ ২০২২ খ্রি: পর্যন্ত দেশের ০৮ টি বিভাগীয় শহরে বিভিন্ন ভেন্যুতে ১৫তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন' স্লোগানকে উপজীব্য করে আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে স্থানীয় পর্যায়ের স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত হয়ে এই চলচ্চিত্র প্রদর্শনী উপভোগ করেন। এবারের আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে বিশ্বের ৩৮টি দেশের ১১৭ টি চলচ্চিত্র অংশগ্রহণ করে।

১৫তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব: ঢাকা বিভাগ

১৫ তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০২২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ঢাকার আগারগাঁও এ অবস্থিত জাতীয় ফিল্ম আর্কাইভস ভবন অডিটোরিয়ামে বিগত ০৫ মার্চ ২০২২ তারিখে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে ১৫তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০২২ এর পর্দা উন্মোচন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জনাব হাসান মাহমুদ এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত থেকে এ চলচ্চিত্র উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশ এর সভাপতি ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা ও চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোরশেদুল ইসলাম, চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশের সভাপতি জনাব শাহরিয়ার আল মামুন এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক জনাব অমিতাভ রেজা চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সিসিএ কার্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারী গণ এতে উপস্থিত ছিলেন। ১১ মার্চ ২০২২ তারিখে ঢাকা বিভাগের উৎসব পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

১৫তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব: বরিশাল ও খুলনা বিভাগ

বরিশাল বিভাগে শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে ১২-১৪ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ দিনব্যাপী ১৫তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব-২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে বরিশাল জেলার সম্মানীত জেলা প্রশাসক জনাব জসীম উদ্দীন হায়দার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফ বরিশালের প্রধান এ এইচ তৌফিক আহমেদ, শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পাপিয়া জেসমিন, খেলাঘর বরিশাল জেলা কমিটির সভাপতি নজমুল হোসেন আকাশ প্রমুখ। এছাড়াও সিসিএ কার্যালযের তদন্ত কর্মকর্তা জনাব শামীম আহমেদ ভুঁইয়া, তদন্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ বনিআমিন এবং চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটি এর উৎসব পরিচালক জনাব শাহরিয়ার আল মামুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বরিশাল বিভাগের পাশাপাশি খুলনার শঙ্খ সিনেমা হল এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যলয় কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে একই তারিখে ১৫তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব-২০২২ এর খুলনা বিভাগের পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। উভয় বিভাগের ভেন্যুসমূহে প্রতিদিন বেলা ১১টা, দুপুর ২টা, বিকেল ৪টা ও সন্ধ্যা ৬টায় মোট ৪টি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হয়। প্রতিটি প্রদর্শনীতে একাধিক শিশুতোষ চলচ্চিত্র দেখানো হয়। বরিশাল ও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং বিভিন্ন স্তরের জনগণ উৎসবে প্রদর্শিত দেশে-

বিদেশের বিভিন্ন চলচ্চিত্র উপভোগ করেন। উৎসবে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সেমিনার আয়োজন ও ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

বরিশাল বিভাগে আয়োজিত উৎসবের একাংশের চিত্র

খুলনা বিভাগে আয়োজিত উৎসবের একাংশের চিত্র

১৫তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব: রংপুর ও রাজশাহী বিভাগ

রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন ভেন্যুতে ২১-২২ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ দিনব্যাপী ১৫তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব-২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে রংপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোছা: শাহনাজ বেগম এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। এছাড়াও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. সরীফা সালোয়া ডিনা উৎসবে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ এ উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। রাজশাহী মহানগরীর শিল্পকলা একাডেমিতে একই সময়ে ১৫তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের (রাসিক) প্যানেল মেয়র-১ ও ১২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব শরিফুল ইসলাম বাবু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) জনাব জয়া মারীয়া পেরেরা, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি জনাব এফএমএ ডা. জাহিদ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট রাজশাহীর সাধারণ সম্পাদক দিলিপ কুমার ঘোষ, চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটির আহবায়ক জাবীদ অপু। এছাড়াও সদস্য সচিব রমিজ হাসান প্রতীক, সমন্বয়কারী মুনিফ আরিয়ান সুখ, রাজশাহী ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি আহসান কবির লিটন, সিসিএ

রংপুর বিভাগে আয়োজিত উৎসবের একাংশের চিত্র

রাজশাহী বিভাগে আয়োজিত উৎসবের একাংশের চিত্র

কার্যালয়ের আইন কর্মকর্তা জনাব মোঃ খালেদ হোসেন চৌধুরী ও তদন্ত কর্মকর্তা জনাব মনিরা খাতুন এবং চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটি এর উৎসব পরিচালক শাহরিয়ার আল মামুন, হাসান তড়িৎ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসবে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে নিরাপদ ইন্টারনেট বিষয়ে দুই দিনব্যাপী সেমিনার আয়োজন ও এনিমেশন ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

১৫তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব: সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ

সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন ভেন্যুতে একযোগে ২৩-২৪ মার্চ ২০২২ তারিখে ০২ দিনব্যাপী ১৫তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব-২০২২ আয়োজন করা হয়। এই উৎসবে সিসিএ কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, সিলেট এবং ময়মনসিংহ বিভাগের জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে সিসিএ কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে চলচ্চিত্র উৎসবের তত্ত্বাবধান করেন। উৎসবে সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। উৎসবে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সেমিনার আয়োজন ও এনিমশন ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

সিলেট বিভাগে আয়োজিত উৎসবের একাংশের চিত্র

ময়মনসিংহ বিভাগে আয়োজিত উৎসবের একাংশের চিত্র

একই সময়ে সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যলয় কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের সিলেট বিভাগের অংশের উদ্বোধন করা হয়। । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও চিল্ড্রেন ফিল্ম সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. হিমাদ্রি শেখর রায়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন শাবিপ্রবির পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. জায়েদা শারমীন, ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শরীফা ইয়াসমীন, আইসিটি বিভাগের সিসিএ কার্যালয়ের সহকারী নিয়ন্ত্রক জনাব সাহিদা আক্তার, সিলেট জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার জনাব জারীন তাসনিম আমিন, আইসিটি বিভাগের সিসিএ কার্যালয়ের আইন কর্মকর্তা জনাব খালেদ হোসেন চৌধুরী, সিলেট বিভাগীয় উৎসবের আহবায়ক আকরাম হোসাইন ও বিভাগীয় উৎসবের সমন্বয়ক ফারিহা জান্নাত মীম।

১৫তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব: চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম বিভাগে ৩০-৩১ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০২ দিনব্যাপী ১৫তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০২২ সমাপনী পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে সিসিএ কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রক জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সিসিএ কার্যালয়ের উপ-নিয়ন্ত্রক জনাব শাহিনা পারভীন এবং আইন কর্মকর্তা জনাব খালেদ হোসেন চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ এই চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। এতে দেশী-বিদেশী চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সেমিনার আয়োজন ও এনিমেশন ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

চট্টগ্রাম বিভাগে অনুষ্ঠিত শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের চিত্র

পুরস্কার বিতরণ ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের অতিথিবৃন্দের সাথে পুরস্কার বিজয়ীদের একাংশ

মাসব্যাপী আয়োজিত এই চলচ্চিত্র উৎসবে ৪টি বিভাগে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দেশের স্বনামধন্য চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিশু চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৫ তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের ৪টি বিভাগে জনাব অমিতাভ রেজা চৌধুরী, জনাব গিয়াস উদ্দীন সেলিম, জনাব শবনম ফেরদৌসী, রাকা নওশীন নায়ার, জনাব ফখরুল আরেফীন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ জুরি বোর্ডের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১১ মার্চ বিকাল ৪টায় বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রজেকশন হলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এবারের উৎসবে ৪টি প্রতিযোগিতা বিভাগের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন দেশের ৯টি চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। এদের মধ্যে বাংলাদেশী শিশু চলচ্চিত্র নির্মাতা বিভাগে ৩টি, আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র নির্মাতা বিভাগে ১টি, বাংলাদেশী তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা বিভাগে ২টি ও আন্তর্জাতিক শিশুতোষ চলচ্চিত্র বিভাগে ৩টি চলচ্চিত্র পুরস্কার পায়। ঢাকা বিভাগের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিজয়ী ক্ষুদে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ খাইরুল আমীন। এসময় বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ এর মহাপরিচালক মো. নিজামূল কবীর, পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ মোফাকখারুল ইকবাল, সিসিএ কার্যালয়ের উপ-নিয়ন্ত্রক জনাব হাসিনা বেগম, চলচ্চিত্র নির্মাতা অমিতাভ রেজা চৌধুরী, নির্মাতা রাকা নওশিন নাওয়ার এবং চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা মোরশেদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুনিরা মোরশেদ মুন্নী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশী শিশু চলচ্চিত্র নির্মাতা বিভাগ

ক্যাটাগরি	চলচ্চিত্রের নাম	নির্মাতা/পরিচালক
সেরা শিশুতোষ চলচ্চিত্র	শহরটা ঢাকা	সাফিফ ইসলাম/ এস.আর. তাবাসসুম আভা
দ্বিতীয় সেরা শিশুতোষ চলচ্চিত্র	আ গুড এন্ডিং	মোহাম্মদ নিয়াজ হাসান
তৃতীয় সেরা শিশুতোষ চলচ্চিত্র	ফ্রেম	সিফাত আহমেদ সামির/সিয়ামুন হোসাইন শুভ

আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র নির্মাতা বিভাগ

ক্যাটাগরি	চলচ্চিত্রের নাম	নির্মাতা/পরিচালক	দেশ
সেরা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র	ক্রিপি (Creepy)	Ms. Isolde Asal	জার্মানী

বাংলাদেশী তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা বিভাগ

ক্যাটাগরি	চলচ্চিত্র নির্মাতা	চলচ্চিত্রের নাম
সেরা তরুণ নির্মাতা এ্যাওয়ার্ড	আকিব মাহমুদ	অশ্লেষা
তরুণ নির্মাতা (বিশেষ ক্যাটাগরি)	ফারহান সাদিক খান	সমাপন কাব্য

আন্তর্জাতিক শিশুতোষ চলচ্চিত্র বিভাগ

ক্যাটাগরি	নাম	দেশ
সেরা ফিচার ফিল্ম	মিয়াও অর নেভার (Meow or Never)	যুক্তরাষ্ট্র
সেরা স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	নেইবারস (Neighbours)	সুইজারল্যান্ড
সেরা পরিচালক	নিরাজা রাজ (Neeraja Raj)	যুক্তরাষ্ট্র

২০২২ সালের আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের সকল প্রদর্শনী শিশু-কিশোরসহ সর্বস্তরের জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।

সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত রোডম্যাপ

সিসিএ কার্যালয়ের সকল কার্যক্রম পর্যালোচনান্তে এ প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে তা সমাধানের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের আওতায় একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। রোডম্যাপটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত রোডম্যাপ

ক্রমিক নং	সময়	কার্যক্রম	প্রত্যাশিত ফল
১.	স্বল্প মেয়াদী (৬-১২ মাস)	▪ সিসিএ কার্যালয়ের প্রয়োজনের নিরিখে বিসিসি ভবনে পরিমিত স্থান বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ; ▪ সিসিএ কার্যালয়ের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী শূণ্য পদসমূহে অবিলম্বে জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ; ▪ সিসিএ কার্যালয়ের স্থায়ী জনবলকে পিকেআই এবং সাইবার সিকিউরিটি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান; ▪ পিকেআই অথেন্টিকেশন, ডিজিটাল স্বাক্ষর, কোড সাইনিং প্রভৃতি বিষয়ের ওপর টিউটরিয়াল উন্নয়ন; ▪ এপ্লিকেশন পলিসি ডকুমেন্ট এবং এপ্লিকেশন সিকিউরিটি গাইডলাইন প্রণয়ন; ▪ থার্ড পার্টি এপ্লিকেশনের জন্য নিরাপত্তা নিরীক্ষা গাইডলাইন প্রণয়ন; ▪ থার্ড পার্টি প্লাটফর্মে (যেমন- ওয়েবঅ্যাপ, SaaS, মোবাইল অ্যাপ প্রভৃতি) যেকোন ধরণের এপ্লিকেশন চালুর অনুশীলন প্রবর্তন; ▪ পিকেআই অথেন্টিকেশন এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরের জন্য সিএ, রুট সিএ সংযুক্ত করে SDK উন্নয়ন; ▪ থার্ড পার্টি এপ্লিকেশনকে ওয়েবট্রাস্ট কমপ্লায়েন্স স্ট্যান্ডার্ড এর আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন; ▪ ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য R&D সেল গঠন; ▪ ই-সাইন বাস্তবায়নে Application Programming Interface (API) গাইডলাইন এবং সংশ্লিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন; ▪ স্টেকহোল্ডারগণকে ত্রৈমাসিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন সিসিএ কার্যালয়ে প্রেরণে উৎসাহ প্রদান/ বাধ্যকরণ; ▪ ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারসহ এটুআই এর মুক্তপাঠ প্লাটফর্মে অনলাইন কোর্স চালুর জন্য কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণ;	▪ সিসিএ কার্যালয়ের অবকাঠামোগত স্থানের সংকট দূর হবে এবং সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের জায়গার সংকুলান হবে; ▪ স্থায়ী জনবল নিয়োগের ফলে সিসিএ কার্যালয়ের কার্যক্রমের গতি-বৃদ্ধি পাবে; ▪ সিসিএ কার্যালয়ে দক্ষ টেকনিক্যাল টিম তৈরি হবে; ▪ সকল সফটওয়্যার ডেভেলপারগণ (যেমন, সরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট কোম্পানি, ব্যাংক প্রভৃতি) পিকেআই এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এ সম্পর্কে জানতে পারবে; ▪ এটি ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রায়োগিক ক্ষেত্র বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে; ▪ এটি ডেভেলপারদের জন্য সাইবার নিরাপত্তা চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে। যেমনঃ VAPT, লগ মনিটরিং, Vulnerability Patch Management প্রভৃতির মাধ্যমে নিরাপত্তা বজায় থাকবে; ▪ জনগণের ব্যক্তিগত তথ্য বিকৃতি এবং হ্যাকিং এর ঝুঁকি হ্রাস করবে; ▪ বাংলাদেশের পিকেআই এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর আন্তর্জাতিক মানের হবে; ▪ ডংগলভিত্তিক ডিজিটাল স্বাক্ষরের পাশাপাশি ই-সাইন চালু করা যাবে; ▪ ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে; ▪ ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

ক্রমিক নং	সময়	কার্যক্রম	প্রত্যাশিত ফল
		▪ ই-নথি, পাসপোর্ট, ইউনিক বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন এবং ডিজিলকার (মাইলকার) অ্যাপ্লিকেশনে ডিজিটাল স্বাক্ষর/ ই-সাইন যুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ; ▪ সিএদের সম্পৃক্ত করে সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য আবশ্যিকভাবে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার চালুকরণ।	
২.	মধ্য মেয়াদী (২৪ মাস/ ২ বছর)	▪ সিসিএ কার্যালয়ের স্থায়ী টেকনিক্যাল টিম গঠনের লক্ষ্যে পিকেআই এবং সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মানের কোর্স অন্তর্ভুক্তকরণ; ▪ পিকেআই সংশ্লিষ্ট দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য সিসিএ'র কর্মকর্তাদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুতকরণ; ▪ প্রযুক্তি বিনিময় এবং এর প্রয়োগের লক্ষ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়নে আগ্রহী প্রথম ১০ টি ই-সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান'কে সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক পিকেআই সম্বলিত নিরাপত্তা অবকাঠামোসহ বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি পরামর্শ প্রদান; ▪ ইতোমধ্যে প্রণীত গাইডলাইনের ভিত্তিতে VAPT, কনফিগারেশন অডিট, পলিসি অডিট সম্পন্নকরণ; ▪ স্টেকহোল্ডারদের সিস্টেমের সমস্যা চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে অনলাইন ভিত্তিক পরামর্শ প্রদান; ▪ স্টেকহোল্ডারগণ গাইডলাইনে বর্ণিত নির্ধারিত মান অনুসরণ করছে কিনা সে বিষয়ে তদারকি নিয়মিতকরণ; ▪ আইটি সংক্রান্ত নিরীক্ষা কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অডিটর নিয়োগকরণ; ▪ সিসিএ কার্যালয় অডিটর এর সাথে সমন্বয় করে প্রতিবছর সিএ কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং এবং এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রুটিন কার্যক্রম নির্ধারণ; ▪ ই-সার্ভিসসমূহে সিসিএ গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক পিকেআই সিস্টেম সংযুক্তকরণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ; ▪ সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ উন্নয়ন;	▪ সিসিএ কার্যালয়ের স্থায়ী দক্ষ টেকনিক্যাল টিম গড়ে উঠবে; ▪ ১০ টি পিকেআই এনাবল প্লাটফর্ম তৈরি হবে এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রায়োগিক ক্ষেত্রের বিস্তার ঘটবে; ▪ এটি বাংলাদেশের পিকেআই সিস্টেম এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রায়োগিক ক্ষেত্র বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে; ▪ জনগণের ব্যক্তিগত তথ্য বিকৃতি এবং হ্যাকিং এর ঝুঁকি হ্রাস করবে; ▪ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক নিরীক্ষা, সাইবার নিরাপত্তার মান এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরের ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করবে; ▪ কেন্দ্রীয়ভাবে সিএসমূহ ও ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারকারীর তথ্য এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের সঠিকতা যাচাই করা যাবে; ▪ ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক জালিয়াতিসহ অন্যান্য সাইবার আক্রমণের ঝুঁকি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে; ▪ ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

ক্রমিক নং	সময়	কার্যক্রম	প্রত্যাশিত ফল
		▪ সার্টিফাইং অথরিটিসমূহকে সম্পৃক্ত করে সাইবার ইনসিডেন্ট সংক্রান্ত তদারকি ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য "সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন; ▪ ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারসহ এটুআই এর মুক্তপাঠ প্লাটফর্মে অনলাইন কোর্স চালুকরণ।	
৩.	দীর্ঘ মেয়াদী (৬০ মাস/ ০৫ বছর)	▪ সিসিএ কার্যালয়ের জন্য ১৫ তলা বিশিষ্ট নিজস্ব ভবন নির্মাণ; ▪ পিকেআই সংশ্লিষ্ট দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য সিসিএ'র কর্মকর্তাদের দেশে-বিদেশে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান; ▪ সিসিএ কার্যালয় অডিটর এর সাথে সমন্বয় করে সিএ কার্যক্রমের ফি বছর মনিটরিং নিয়মিতকরণ; ▪ পিকেআই সংশ্লিষ্ট গাইডলাইন ও ডকুমেন্ট প্রণয়ন ও যুগোপযোগীকরণ; ▪ ই-সার্ভিসসমূহে সিসিএ গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক পিকেআই সিস্টেম সংযুক্তকরণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবা প্রদান; ▪ পিকেআই সিস্টেম অথবা ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য আইন/নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন; ▪ পিকেআই সিস্টেমে আরো ১০ থেকে ২০ টি প্লাটফর্ম যুক্ত করার জন্য আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ; ▪ বাংলাদেশের রুট সিএ সার্টিফিকেটকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পরিচিত করার জন্য বিভিন্ন থার্ড পার্টির ব্রাউজার/অ্যাপ্লিকেশনের ডিরেক্টরিতে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ; ▪ ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারসহ এটুআই এর মুক্তপাঠ প্লাটফর্মে অনলাইন কোর্স চালুকরণ।	▪ সিসিএ কার্যালয়ের অবকাঠামোগত স্থান সংকট স্থায়ীভাবে দূর হবে; ▪ সিসিএ কার্যালয়ের স্থায়ী দক্ষ টেকনিক্যাল টিম গড়ে উঠবে; ▪ ৩০ টি বা ততোধিক পিকেআই এনাবল প্লাটফর্ম তৈরি হবে এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রায়োগিক ক্ষেত্রের বিস্তার ঘটবে; ▪ এটি বাংলাদেশের পিকেআই সিস্টেম এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রায়োগিক ক্ষেত্র বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে; ▪ জনগণের ব্যক্তিগত তথ্য বিকৃতি এবং হ্যাকিং এর ঝুঁকি হ্রাস করবে; ▪ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক নিরীক্ষা সাইবার নিরাপত্তার মান এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরের ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করবে; ▪ পর্যায়ক্রমে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত প্লাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত হতে আগ্রহী হবে যার ফলে সারাদেশে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষর এবং পিকেআই সলিউশন এর প্রচলন হবে; ▪ ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

ব্যবহারবান্ধব ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর (ই-সাইন) সম্পর্কিত তথ্য

দেশে ডংগল ভিত্তিক ডিজিটাল স্বাক্ষরের পাশাপাশি ব্যবহারবান্ধব ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রযুক্তি (ই-সাইন) চালু করার নিমিত্ত সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক ২০ অক্টোবর ২০২০ সালে "ই-সাইন গাইডলাইন ফর সার্টিফাইং অথোরিটিজ ২০২০" প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২১ সালে ডঙ্গলভিত্তিক ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের পাশাপাশি ব্যবহার বান্ধব ডঙ্গলবিহীন ই-সাইন চালু করা হয়। বর্তমানে দেশে দুই ধরনের ই-সাইন সার্ভিস চালু করা হয়েছে:

(ক) বেসিক ই-সাইন: স্বল্প মেয়াদী (একবার ব্যবহারযোগ্য);

(খ) অ্যাডভান্স ই-সাইন: দীর্ঘ মেয়াদী (১-২ বছর) ।

বেসিক ই-সাইনের ক্ষেত্রে NID Verification এর মাধ্যমে গ্রাহকের e-KYC রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়। এক্ষেত্রে ইস্যুকৃত ই-সাইনের মেয়াদ হয় সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট। এডভান্স ই-সাইনের ক্ষেত্রে Biometric Verification এর মাধ্যমে গ্রাহকের e-KYC রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়। এক্ষেত্রে ইস্যুকৃত ই-সাইনের মেয়াদ হয় ১-২ বছর। যেকোন ডকুমেন্টে ই-সাইন পদ্ধতিতে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রয়োগের পূর্বে Two factor authentication এর মাধ্যমে স্বাক্ষরকারীর পরিচিতি নিশ্চিত করা হয়। এ পদ্ধতিতে ডকুমেন্ট সাইন করার ক্ষেত্রে কোনো হার্ড/ক্রিপ্টো টোকেন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

ই-সাইন ব্যবহারের সুবিধা:

- অনলাইনে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করা সহজ।
- ই-সেবা প্রদানকারী অ্যাপ্লিকেশনে ইন্টিগ্রেশন সহজ।
- ক্রিপ্টোগ্রাফিক কী পেয়ারটি ই-সাইন সার্ভিস প্রোভাইডার (ইএসপি) সার্ভারে নিরাপদে জেনারেট এবং সংরক্ষন করা হয়।
- ব্যবহারকারীর ওটিপি/কিউআর/পিন/বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে প্রমাণীকরণ ও সম্মতি দেওয়ার পরে রিমোর্টলি স্বাক্ষর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।
- হার্ড টোকেন (ডংগল) ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

ওয়েবট্রাস্ট সীল, সিএ ব্রাউজার ফোরাম এবং সিসিএ কার্যালয়ের প্রাসঙ্গিকতা

ওয়েবট্রাস্ট সীল

ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানে বিশ্বস্ততার একটি প্রতীক হলো ওয়েবট্রাস্ট সীল। ওয়েবট্রাস্ট সীলযুক্ত পিকেআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইন সার্ভিস, ই-কমার্স ব্যবসা এবং ব্যাংক ও বীমার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান তথ্য আদান-প্রদানে নিরাপত্তা নিশ্চয়তাসহ ব্যবহারকারীর আস্থা অর্জন করে। সিপিএ (চার্টার্ড প্রোফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্টস্) কানাডা কর্তৃক সার্টিফাইং অথোরিটি সংক্রান্ত ওয়েবট্রাস্ট প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রোগ্রামের আওতায় সার্টিফাইং অথোরিটির ভৌত ও কারিগরি অবকাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট সকল নীতিমালা নিরীক্ষার মাধ্যমে ওয়েবট্রাস্টের নীতিমালা এবং মানদন্ডসমূহ পূরণ করেছে কিনা তা নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশ রুট সিএ হিসেবে সিসিএ কার্যালয়ের ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্ত কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ (সিসিএ) কার্যালয় ২০২০ সালে ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জনের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সিএ ব্রাউজার ফোরাম কর্তৃক পরিচালিত ওয়েবট্রাস্ট অডিট সম্পন্ন করার পর চার্টার্ড প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট (সিপিএ), কানাডা সিসিএ কার্যালয়কে এই স্বীকৃতি প্রদান করে। এসময় বাংলাদেশ রুট সিএ হিসেবে সিসিএ কার্যালয় নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ের উপর ছয়টি ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জনে সক্ষম হয়:

১) BR-SSL (Baseline Requirement Secure Socket Layer);
২) Webtrust seal for CA (Certification Authorities);
৩) EV-SSL (Extended Validation Secure Socket Layer);
৪) CS (Code signing);
৫) EV-CS (Extended Validation Code Signing).

বাংলাদেশের রুট সিএ সার্টিফিকেট বিভিন্ন ব্রাউজারসমূহের (গুগল ক্রোম, মজিলা ফায়ারফক্স, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, অপেরা ইত্যাদি) এবং অপারেটিং সিস্টেমের (মাইক্রোসফট, আইওএস, অ্যান্ড্রয়েড ইত্যাদি) ডিরেক্টরিতে সংরক্ষণ করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য সিসিএ কার্যালয়ের ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জন আবশ্যক। নির্ধারিত শর্ত পূরণ স্বাপেক্ষে ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জনের মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয় আন্তর্জাতিক ব্রাউজার ফোরামের সদস্যপদ প্রাপ্ত হলে দেশীয় বৈধ লাইসেন্সধারী সার্টিফাইং অথোরিটিসমূহের ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট আন্তর্জাতিক বাজারে বিশ্বস্ততার সাথে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

ছবি: বিভিন্ন ধরণের ওয়েবট্রাস্ট সীল

ওয়েবট্রাস্ট সীলের প্রয়োজনীয়তা

অনলাইন কার্যক্রমের নিরাপত্তা বিধানে ওয়েবট্রাস্ট সীল হলো বিশ্ব স্বীকৃত একটি নিরাপদ সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা। ডিজিটাল স্বাক্ষরের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওয়েবট্রাস্ট সীলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(ক) আর্থিক সুবিধা: ওয়েবট্রাস্ট এর মূলনীতি এবং মাপকাঠি CA Browser Forum এর নীতি ও নির্দেশিকার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে বিধায় এর ব্যবহারের ফলে সিসিএ কার্যালয়সহ বাংলাদেশের সার্টিফাইং অথরিটি (সিএ) কর্তৃক ইস্যুকৃত

ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট, এসএসএল সার্টিফিকেটসমূহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করবে। ফলে দেশে বিদেশি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট এবং এসএসএল সার্টিফিকেট এর ব্যবহারের পরিবর্তে দেশীয় সিএ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ডিজিটাল স্বাক্ষর ও এসএসএল সার্টিফিকেট এর ব্যবহার বাড়বে। এর ফলে দেশের বিপুল পরিমান অর্থ সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

(খ) ব্যবহারকারীর আস্থা অর্জন: তথ্য ব্যবহারকারী যে কোনো ওয়েবসাইট ভিজিট করলে তার ব্যবহৃত ব্রাউজার ওয়েব সার্ভারের সার্টিফিকেট পরীক্ষা করে দেখে এবং এতে ওয়েবট্রাস্ট সীল না পাওয়া গেলে ব্রাউজার ব্যবহারকারীকে একটি বার্তা দিয়ে সতর্ক করে। পিকেআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেও আস্থা প্রদানকারী সীল সার্ভারে সংযুক্ত না থাকলে ব্রাউজারের এ সতর্ক বার্তা দেখে ব্যবহারকারী বিভ্রান্ত হয় এবং সচেতন ব্যবহারকারীরা সেই ওয়েবসাইটে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানে বিরত থাকে। ফলে ব্যবহারকারীর আস্থা অর্জনে ওয়েবট্রাস্ট সীলযুক্ত পিকেআই প্রযুক্তি ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

(গ) হ্যাকিং ও প্রতারণা প্রতিরোধ: কোনো ওয়েবসাইটে ওয়েবট্রাস্ট সীল না থাকলে হ্যাকাররা খুব সহজেই যেকোনো আসল ওয়েবসাইট এর মতো হুবহু নকল ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেন। ফলে আসল ওয়েবসাইট ও নকল ওয়েবসাইটের মধ্যে পার্থক্য করা দুরুহ হয়ে পড়ে বিধায় বিষয়টি ব্যবহারকারীকে বিভ্রান্তে ফেলে দেয়। এমনকি মূল ওয়েবসাইট মনে করে অসচেতন ব্যবহারকারীরা তাদের ব্যক্তিগত ও অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য প্রদান করলে তা হ্যাকারের কাছে চলে যায়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। ফলে ব্যবহারকারীর নিরাপত্তার স্বার্থে ওয়েবট্রাস্ট সীলযুক্ত পিকেআই প্রযুক্তির ব্যবহার জরুরি।

(ঘ) যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণের নিশ্চয়তা: ওয়েবট্রাস্ট প্রোগ্রাম সার্টিফাইং অথোরিটিসমূহের ই-কমার্স লেনদেন, পাবলিক-কী-ইনফ্রাস্ট্রাকচার (পিকেআই) এবং ক্রিপ্টোগ্রাফি সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

(ঙ) গোপনীয়তা, প্রমানীকরণ, অখন্ডতা এবং নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরকণ: ওয়েব ট্রাস্ট সীল ব্যবহারের ফলে অনলাইন কার্যক্রম এবং ই-কমার্স লেনদেনের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা (confidentiality), প্রমাণীকরণ (authentication), অখন্ডতা (integrity) এবং নিরপেক্ষতা (non-repudiation) নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

(চ) সিএ কার্যক্রমে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার প্রয়োগ বাস্তবায়ন: ক্রিপ্টোগ্রাফির ব্যবহার, ডিজিটাল সার্টিফিকেটের ব্যবস্থাপনা এবং সিএ সমূহের নীতিমালা ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং প্রোপ্রাইটরি মানদন্ড এবং গাইডলাইন থাকলেও তার কোনো সুনির্দিষ্ট ও অভিন্ন প্রয়োগ নেই। এক্ষেত্রে সার্টিফাইং অথরিটিসমূহের জন্য ওয়েবট্রাস্ট প্রোগ্রাম সুনির্দিষ্ট নীতিমালার প্রয়োগ এবং বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

সিএ ব্রাউজার ফোরাম (CA Browser Forum)

ওয়েবট্রাস্ট এর মূলনীতি এবং মাপকাঠি CA Browser Forum এর নীতি ও নির্দেশিকার উপর ভিত্তি করে নির্মিত, যা CA Browser Forum নামে পরিচিত। এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থাটি সার্টিফিকেশন কর্তৃপক্ষ, ইন্টারনেট ব্রাউজার, অপারেটিং সিস্টেম এবং অন্যান্য PKI- সক্রিয় অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত। এ সংস্থাটি X.509 v.3 ডিজিটাল সার্টিফিকেট ইস্যুকারীর জন্য নির্দেশনা প্রদান করে যা পিকেআই সক্রিয় অ্যাপ্লিকেশনে একটি বিশ্বস্ততার চেইন তৈরি করে। এ নির্দেশিকায় এসএসএল/টিএলএস প্রোটোকল, কোড সাইনিং, সার্টিফিকেট কর্তৃপক্ষের নেটওয়ার্ক এবং নেটওয়ার্ক সুরক্ষা নীতি প্রতিফলিত হয়েছে।

সিসিএ কার্যালয়ের ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব

পটভূমি

বর্তমান যুগে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের সাথে সাথে এর অপব্যবহার বৃদ্ধির ফলে মানুষ নানা রকম সাইবার অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এসব অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ সহ বিভিন্ন ধরণের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর অধীনে সাইবার অপরাধের বিচারের জন্য সরকার সাইবার ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ অনুসারে সিসিএ কার্যালয় সাইবার অপরাধের তদন্ত করে থাকে। সাইবার অপরাধীদের শনাক্ত করার জন্য প্রচলিত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে সংগঠিত অপরাধের তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উপায় হলো অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট আলামত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট উদ্ধার করা। আর এসব ডিজিটাল আলামত (যেমন-কম্পিউটার, মোবাইল এবং ওয়েব) সংশ্লিষ্ট অপরাধের তদন্তের স্বার্থে অপরাধ সংগঠনের স্থান হতে আলামত সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে ডিজিটাল ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমে এসব আলামতের বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডিজিটাল আলামতের বিশ্লেষণ ও ফরেনসিক রিপোর্ট প্রদানের জন্য ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব অপরিহার্য। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে সিসিএ কার্যালয়ের তদন্ত প্রক্রিয়াকে আরো গতিশীল, যুগোপযোগী এবং কার্যকর করার লক্ষ্যেই সিসিএ কার্যালয়ে একটি আধুনিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের "পিকেআই (পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেমের মানোন্নয়ন এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৭ সালে এই ফরেনসিক ল্যাবটি স্থাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ ১১ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে এই ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের উদ্বোধন করেন।

সিসিএ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবে গৃহীত ফরেনসিক কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সিসিএ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের মাধ্যমে ফরেনসিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই ফরেনসিক ল্যাবে সাইবার ট্রাইব্যুনাল হতে আগত মামলাসমূহের তদন্ত কার্যক্রমের ফরেনসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা সাইবার ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সাইবার ট্রাইব্যুনাল হতে আগত মামলাসমূহের মধ্যে ১৫ (পনেরো) টি মামলার ৫২ টি ডিভাইসের ফরেনসিক পরীক্ষা সম্পন্ন করে ফরেনসিক প্রতিবেদন সাইবার ট্রাইব্যুনাল বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

সাইবার অপরাধের তথ্য উদ্‌ঘাটন, প্রকৃত অপরাধীকে শনাক্তকরণ এবং সাইবার হয়রানির শিকার ব্যক্তির জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সিসিএ কার্যালয়ে ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। এই ফরেনসিক ল্যাবটি দেশের সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি এবং সাইবার অপরাধ নির্মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে মর্মে আশা করা যায়।

‘কন্যাকথা’ ওয়েবসাইট

কন্যাকথা- জন্ম কথা

প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মেয়েদের সাইবার অপরাধ বিষয়ে সচেতন করার উদ্দেশ্য নিয়ে দেশে প্রথমবারের মতো এ বিশেষায়িত ওয়েব পোর্টালটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ-এর কার্যালয়ের উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে এ কার্যক্রমটিকে নির্বাচিত করা হয়। এ কার্যালয়ের উপ-নিয়ন্ত্রক (সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা) জনাব হাসিনা বেগম তার উদ্ভাবনী প্রস্তাব হিসেবে “কন্যাকথা” ওয়েব পোর্টাল তৈরির ধারণাটি প্রদান করেন যা পরবর্তীতে এ কার্যালয়ের ইনোভেশন টিম কর্তৃক বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ)- এর কার্যালয় হতে কিশোরী মেয়েদের সাইবার অপরাধ বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৭ সাল হতে একটি কার্যক্রম পারিচালিত হচ্ছে। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে এ কার্যক্রমটি বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে করোনাকালীন সময়ে অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণসহ ইন্টারনেটে বেশি সময় কাটানোর কারণে স্কুলের কিশোরী মেয়েদের সাইবার অপরাধে আক্রান্ত হবার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। এ প্রেক্ষাপটে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় হতে পূর্বের সরাসরি উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের পরিবর্তে অনলাইন প্লাটফর্ম জুম ব্যবহার করে ছাত্রীদের সাইবার অপরাধ বিষয়ে সচেতন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে অক্টোবর ২০২০ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ৬৪ টি জেলার ১১৮৫ টি স্কুলের ৪৩,৬৭৮ জন মেয়ে শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের সাইবার অপরাধ বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রশিক্ষণ শেষ হয়ে যাবার পর সংশ্লিষ্ট জেলার কিশোরী মেয়েদের সাথে সম্পৃক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে উক্ত প্রশিক্ষণের সকল রেকর্ডিং, প্রশ্নোত্তর পর্ব, টিউটোরিয়াল, ই-বুক সহ সব ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল সমন্বয় করে “কন্যাকথা” নামে ওয়েবসাইটটি চালু করা হয় এবং এটি কিশোরী মেয়ে এবং তাদের সাইবার বিষয়ক জিজ্ঞাসা, মতামত ও পরামর্শের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তুলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ভিশন

কিশোরীর জন্য সাইবার অপরাধ মুক্ত আনন্দময় বাংলাদেশ।

মিশন

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেয়েদের সাইবার অপরাধ বিষয়ে সচেতন করে গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্য

সাইবার অপরাধ বিষয়ে মতামত, অভিজ্ঞতা শেয়ার করার মাধ্যমে একটি সাইবার অপরাধ মুক্ত বাংলাদেশ গঠন।

গৃহীত কার্যক্রম

“কন্যাকথা” সমগ্র বাংলাদেশের কিশোরীদের জন্য একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেখানে তারা নিরাপদে সাইবার জগতে বিচরণের উপায় ও সাইবার অপরাধ বিষয়ে তাদের সকল জিজ্ঞাসা এবং এ বিষয়ে তাদের মতামত রাখতে পারবে। শুধু তাই নয় প্রতি জেলা হতে ০২ (দুই) জন ছাত্রীকে জেলা এ্যাম্বাসেডর হিসেবে মনোনীত করা হয় যারা এ প্লাটফর্মের সাথে তার নিজ জেলার মেয়েদের সম্পৃক্ত করবে। জেলা এম্বাসেডরদের সহায়তায় এবং অনলাইন অভিযোগ/ পরামর্শ ফর্ম ব্যবহার করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা সরাসরি সিসিএ কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ পাবে। এক কথায় ‘কন্যাকথা’ বাংলাদেশের কিশোরী মেয়েদের একটি উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম যেখানে তারা মন খুলে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে, এ বিষয়ে সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করবে এবং নিজেকে একজন সাইবার যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তুলবে, যা তাদেরকে সাইবার অপরাধের শিকার হবার আগেই সচেতন করে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। “কন্যাকথা” ওয়েব পোর্টালের লিঙ্ক www.konnakotha.cca.gov.bd।

সিসিএ কার্যালয়ের উত্তম চর্চা

(১) বিভিন্ন সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি পর্যায়ে সভা/সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে নলেজ শেয়ারিং;

(২) MyGov প্লাটফর্ম, ই-মেইল এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম এর মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

(৩) "CA Evaluation Tools" নামক প্লাটফর্ম ব্যবহার করে সিএ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সিসিএ কার্যালয়ে তথ্য প্রেরণ;

(৪) সিসিএ অফিসের সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম (www.facebook.com/ccabangladesh),দাপ্তরিক মেইল (info@cca.gov.bd) এবং মতামত বক্সের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ের সেবা প্রদান;

(৫) প্রতিবছর 'ডিজিটাল নিরাপত্তা ও সচেতনতা' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন;

(৬) 'কন্যাকথা' ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিশোরী মেয়েদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

(৭) ফেসবুক একাউন্ট পুনরুদ্ধার ও নিরাপদে ফেসবুক ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ;

(৮) "ডিজিটাল নিরাপত্তা ও সচেতনতা" শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ;

(৯) নিয়মিতভাবে তথ্য বাতায়ন এবং সেবা বক্সসমূহ হালনাগাদকরণ;

(১০) সরকারি ক্রয়ে ই-জিপি সিস্টেমের যথাসম্ভব ব্যবহার;

(১১) আর্থিক বিষয়াদি ব্যতীত নথি সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী ই-নথির মাধ্যমে সম্পাদন;

(১২) সিসিএ কার্যালয়ের মূল প্রবেশ ফটকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে এ কার্যালয়ের ভিজিটরদের পরিচিতি নিশ্চিতকল্পে 'ভিজিটর অ্যাক্সেস রেজিস্টার' চালুকরণ;

(১৩) সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও জনগণের আগমন ও বহির্গমন নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা;

(১৪) সিসিএ কার্যালয়ের প্রতিটি কক্ষের জিনিসপত্র প্রতিদিন নিজেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা;

(১৫) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক রেজিস্টার চালুকরণ ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী কর্তৃক রেজিস্টারে নিয়মিত স্বাক্ষর প্রদান;

সিটিজেন চার্টার

১. ভিশন ও মিশন

ভিশন: নিরাপদ তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ।

মিশন: ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রবর্তনের মাধ্যমে নিরাপদ তথ্য আদান প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং সাইবার অপরাধ দূরীকরণে জাতীয় ও আঞ্চলিক যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা।

২. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

২.১) নাগরিক সেবা:

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	ডিজিটাল স্বাক্ষর সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান	ই-মেইল, টেলিফোন অথবা সশরীরে এবং myGov প্লাটফর্মে	১) সিসিএ কার্যালয় ২) www.cca.gov.bd ৩) www.mygov.bd	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কার্যদিবস	১. জনাব শাহিনা পারভীন উপ-নিয়ন্ত্রক (অ: দা:) অর্থ, প্রশাসন ও আইন ফোন: +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ ই-মেইল: shahina.parven@cca.gov.bd ২. জনাব নাজনীন আক্তার সহকারী প্রকৌশলী (আইটি সিকিউরিটি) ফোন: +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৮৩১ ই-মেইল: naznin.akhtar@cca.gov.bd

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২.	সাইবার মামলার তদন্ত	তদন্ত রির্পোট প্রদান	সাইবার ট্রাইব্যুনাল	সাইবার ট্রাইব্যুনালে কোর্ট ফি আবেদন	ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত	জনাব হাসিনা বেগম উপ-নিয়ন্ত্রক (সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা) ফোন: +৮৮-০২-৮১৮১ ৭১১ ই-মেইল: hasina@cca.gov.bd
৩.	ডিজিটাল ফরেনসিক রিপোর্ট	ল্যাব রিপোর্ট	ট্রাইব্যুনাল	বিনামূল্যে	সাইবার ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত	জনাব শামীম আহমেদ ভূঁইয়া তদন্ত কর্মকর্তা ফোন: +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৭৯৮ ই-মেইল: shameem.ahmed@cca.gov.bd
৪.	সাইবার হয়রানির ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান	ই-মেইল, টেলিফোন অথবা সশরীরে	১) সিসিএ কার্যালয় ২) www.cca.gov.bd ৩) info@cca.gov.bd ৪) http://konnakotha.cca.gov.bd ৫) www.facebook.com/ccabangladesh	বিনামূল্যে	৩ কর্মদিবস	১) জনাব মো: খালেদ হোসেন চৌধুরী আইন কর্মকর্তা ফোন: +৮৮-০২-৫৫০০৬৮২৯ ই-মেইল: khaled.hossain@cca.gov.bd ২) জনাব মোঃ হাসান মুনছুর সহকারী প্রোগ্রামার (ওয়েব প্রযুক্তি) ফোন: +৮৮০ ১৭২ ৫৩২ ৬৫৯৩ ই-মেইল: hasan.monsur@cca.gov.bd

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৫.	কম্পিউটার ইনসিডেন্স রেসপন্স টিম এর মাধ্যমে সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহে ও ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংঘটিত সাইবার অপরাধের উৎস চিহ্নিতকরণ এবং তথ্য উদঘাটন	পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ ও জব্দকরণ	সিসিএ কার্যালয়	বিনামূল্যে	১৪ (চৌদ্দ) কর্ম দিবস	১) জনাব শামীম আহমেদ ভূঁইয়া তদন্ত কর্মকর্তা (আইন) ফোন: +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৭৯৮ ই-মেইল: shameem.ahmed@cca.gov.bd ২) জনাব মনিরা খাতুন তদন্ত কর্মকর্তা - ১ (ইমার্জেন্সি রেসপন্স) ফোন: +৮৮০ ১৭৪ ৫৭৩ ৫৮৯৮ ই-মেইলঃ monira.khatun@cca.gov.bd ৩) জনাব মোঃ বনিআমিন তদন্ত কর্মকর্তা - ২ (ইমার্জেন্সি রেসপন্স) ফোন: +৮৮০ ১৭৯ ৭২৬ ৩৯৯০ ই-মেইল: boni.amin@cca.gov.bd
৬.	সিসিএ কার্যালয়ের সকল তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে হালনাগাদকরণ	ওয়েবসাইট	সিসিএ কার্যালয়ের ওয়েবসাইট	বিনামূল্যে	৩ (তিন) কর্ম দিবস	জনাব কাজী শোয়েব মোহাম্মদ সহকারী প্রোগ্রামার (ডাটাবেজ ও ওয়েব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন) মোবাইল: ০১৮১৪ ৯৭৬০০১ ই-মেইল: kazi.shoaib@cca.gov.bd

২.২) প্রাতিষ্ঠানিক সেবা:

ক্র: নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	সিএ লাইসেন্স প্রদান	পত্র মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদান এবং সিডি	সিসিএ কার্যালয়	সিএ বিধিমালা-২০১০ এবং সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্য	০৬ (ছয়) সপ্তাহ	জনাব শাহিনা পারভীন উপ-নিয়ন্ত্রক (অ: দা:), অর্থ, প্রশাসন ও আইন ফোন: +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ ই-মেইল: shahina.parven@cca.gov.bd
২.	সিএ লাইসেন্স বাতিল/স্থগিত বিষয়ক কার্যক্রম	পত্র মাধ্যম	সিসিএ কার্যালয়	বিনামূল্যে	৬০ (ষাট) দিন	জনাব শাহিনা পারভীন উপ-নিয়ন্ত্রক (অ: দা:), অর্থ, প্রশাসন ও আইন ফোন: +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ ই-মেইল: shahina.parven@cca.gov.bd
৩.	সিএ অডিটর নিয়োগ ও সিএ অডিট কার্যক্রম	নিয়োগ পত্র প্রদান	সিসিএ কার্যালয়	টেন্ডারের মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ এবং সার্টিফাইং অথোরিটি (সিএ) কর্তৃক প্রকৃত অডিট কাজের উপর ভিত্তি করে মূল্য পরিশোধ	৬০ (ষাট) কর্ম দিবস	২. জনাব মো: খালেদ হোসেন চৌধুরী সহকারী নিয়ন্ত্রক (অ: দা:), অর্থ ও প্রশাসন ফোন: +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৮২৯ ই-মেইল: khaled.hossain@cca.gov.bd
৪.	ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট রিভোকেশন লিষ্ট হালনাগাদ	বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেশন অনুশীলন বিবৃতি, ২০২০ অনুযায়ী	crl.cca.gov.bd	বিনামূল্যে	বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেশন অনুশীলন বিবৃতি, ২০২০ অনুযায়ী ১৮০ দিন	জনাব ড. নাজমা আক্তার উপ-নিয়ন্ত্রক (অ: দা:), আইসিটি ফোন: +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৮১৮ ই-মেইল: nazma.akter@cca.gov.bd
৫.	সার্টিফাইং অথরিটির ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সাইনিং রিকোয়েস্ট অনুমোদন	ডিভাইসের মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদান	www.cca.gov.bd	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কর্ম দিবস	জনাব ড. নাজমা আক্তার উপ-নিয়ন্ত্রক (অ: দা:), আইসিটি ফোন: +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৮১৮ ই-মেইল: nazma.akter@cca.gov.bd
৬.	সিএ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রযুক্তিগত কার্যক্রম	ডিজিটাল স্বাক্ষর ইন্টার অপারেবিলিটি নির্দেশিকা, ২০২১ এবং	সিসিএ কার্যালয়	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কর্ম দিবস	জনাব ড. নাজমা আক্তার উপ-নিয়ন্ত্রক (অ: দা:), আইসিটি ফোন: +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৮১৮

ক্র: নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
		বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেশন অনুশীলন বিবৃতি, ২০২০ অনুযায়ী				ই-মেইল: nazma.akter@cca.gov.bd

২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবা:

ক্র: নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	ছুটি সংক্রান্ত বিষয়	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কর্ম দিবস	১. জনাব শাহিনা পারভীন উপ-নিয়ন্ত্রক (অ: দা:), অর্থ, প্রশাসন ও আইন ফোন: +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ ই-মেইল: shahina.parven@cca.gov.bd ২. জনাব মো: খালেদ হোসেন চৌধুরী সহকারী নিয়ন্ত্রক (অ: দা:), অর্থ ও প্রশাসন ফোন: +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৮২৯ ই-মেইল: khaled.hossain@cca.gov.bd
২.	সাধারণ ভবিষ্যত তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ)কর্ম দিবস	
৩.	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	১২০ (একশত বিশ) কর্ম দিবস	
৪.	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকুরি স্থায়ীকরণ	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	২৫ (পচিঁশ)কর্ম দিবস	
৫.	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিসহ বিভন্ন প্রকার কমিটিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ)কর্ম দিবস	
৬.	বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কর্ম দিবস	
৭.	পদ সৃজন সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনে সুপারিশ প্রদান	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ)কর্ম দিবস	
৮.	গৃহনির্মাণ/গৃহমেরামত/মোটর সাইকেল/ কম্পিউটার/বাইসাইকেল ক্রয়ের নিমিত্ত অগ্রিম ঋণ মঞ্জুরি সংক্রান্ত বিষয়াদি	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ)কর্ম দিবস	

ক্র: নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবী, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৯.	বাজেট কাঠামো	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমা	
১০.	দপ্তরের সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়ের জন্য দরপত্র/কোটেশন আহবান ও প্রচার	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক	
১১.	বিভিন্ন বিল পরিশোধ	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	এজি-তে বিল উপস্থাপনের জন্য ০৭ (সাত) কর্মদিবস	

৩. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS):

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্র. নং	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	**অভিযোগ নিষ্পত্তি (GRS) ফোকাল পয়েন্ট (অনিক):** **নাম:** জনাব শাহিনা পারভীন **পদবী:** উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন) **ফোন:** +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ **ই-মেইল:** shahina.parven@cca.gov.bd; **ওয়েব:** www.cca.gov.bd	৩০ কার্যদিবস
২.	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	আপিল কর্মকর্তা	**আপীল কর্মকর্তা:** **নাম**: জনাব সালমা সিদ্দিকা মাহতাব **পদবী:** যুগ্মসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ **ফোন:** +৮৮-০২-৪১০২৪০৪১ **ই-মেইল:** salma.siddiqa@ictd.gov.bd; **ওয়েব:** www.ictd.gov.bd	২০ কার্যদিবস
৩.	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৬০ কার্যদিবস

৪. আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা:

ক্রমিক	প্রতিশ্রুতি/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১.	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান
২.	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ করা
৩.	ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে অনলাইনে আপনার তথ্য ও লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন
৪.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল মেসেজ/ইমেইলের নির্দেশনা অনুসরণ করা
৫.	সাক্ষাতের জন্য ধার্য তারিখে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা
৬.	অনাবশ্যক ফোন/তদবির না করা।

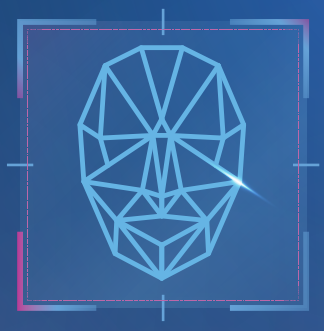

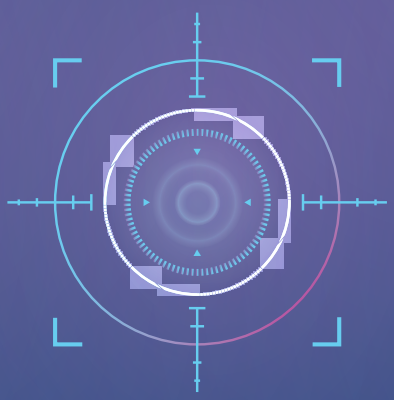

CCA

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ই-১৪/এক্স, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

ফোন: +৮৮-০২-৫৫০০৬৮১৯, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮১৭১১

ই-মেইল: info@cca.gov.bd, ওয়েব: www.cca.gov.bd